দুর্গোৎসব

নাটক।

'— সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।
কালিদাস।

শ্রীবেহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

হুগলি;

বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৫।

মূল্য আট আনা।

পূর্ব্বভাষ।

দিনাজপুরের রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ খাসনবীশ মহাশয়ের যত্ন ও উৎসাহে এই নাটক খানি প্রণীত হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি এজুকেশন গেজেটে এই পুস্তক রচনা করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন। আমি সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রেরণ করি। এ বিষয়ে আর যে কএক খানি পুস্তক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল,

তাহার মধ্যে আমার পুস্তক খানি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগৃহীত হওয়াতে আমি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি। বলিতে কি, ইহা তাঁহারই প্রোৎসাহনায় প্রচারিত হইল।

এক্ষণে আমি ইহা না বলিয়া এই পূর্ব্বভাষ শেষ করিতে পারি না যে, আমার এক জন কৃতবিদ্য পরম আত্মীয় এই নাটকের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য দান করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন ইতি।

কালনা,
২২এ শ্রাবণ, ১২৭৫।

শ্রীবেহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ।

সার্ব্বভৌম	বাটীর কর্ত্তা
ভাগ্যধর বাবু.. ..	সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র
মুক্তারাম বা ছোট বাবু	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
বিদ্যাভূষণ	ঐ সভাপণ্ডিত
মুখোপাধ্যায় ..	কর্ম্মকর্ত্তা বা দেওয়ান
চন্দনবিলাস	অর্দ্ধশিক্ষিত লোক বা বিদূষক
রামধন বা জামাই বাবু	সার্ব্বভৌমের জামাতা
সুরেশ ও ধনপতি ..	প্রতিবাসী ব্রাহ্ম
গিন্নি	সার্ব্বভৌমের স্ত্রী
কুঞ্জলতা	ঐ কন্যা
বিলাসিনী	ভাগ্যধর বাবুর স্ত্রী
মোহিনী	মুক্তারাম বাবুর স্ত্রী
হরিমতি	চন্দনবিলাসের স্ত্রী
মধুরতা	দাসী
কামিনী ও শ্যামা ..	প্রতিবাসিনী
ধরম সিং	দ্বারবান
ভগা	ভৃত্য
অগ্নিশর্ম্মা ও দামোদর	নিমন্ত্রিত পেটুক ব্রাহ্মণ
গঙ্গাহরি	সেরেস্তাদার

রামপ্রসাদ	.. .. ..	জজের উকীল
গোবর্দ্ধন	.. . ..	সামান্য মোক্তার
বেচারাম	.. .. ..	শিপ সরকার
রাঘব	.. ..	রেলওয়ের ইন্‌স্পেক্টর
শ্যাম রায়	.. . ..	এক জন আমলা
মাতঙ্গী ও শ্যামা	.. ..	নগর নারী
পার্ব্বতী বা পাবী	.. ..	দাসী।

দুর্গোৎসব।

—•••—

প্রথম অঙ্ক।

—••—

নটের প্রবেশ।

নট। আহা, কি সভা হয়েছে! কৃত-বিদ্য যুবকগণ কেমন বেশভূষা করে বসেছেন! এত গুণগ্রাহী মহাশয়গণের একত্র মিলন নিতান্ত কঠিন। ইটি আমার সৌভাগ্যক্রমে ঘটেছে; অতএব এঁদের মনোরঞ্জন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু একলা পারব না, প্রিয়াকে ডাকি।—কোথায় প্রিয়ে? একবার এ দিকে এস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। নাথ, কেন আমায় ডাকলে? কি প্রয়োজন আছে, বল।

নট। প্রিয়ে, দেখ দেখি, কেমন শোভা হয়েছে! এমন সভা কি কখন দেখেছ? আমি ত অনেক দিন দেখি নি। তার জন্য বলছিলাম, একটু সঙ্গীত আলোচনা কত্তে পার? এখানে গুণের বিচার হবে।

নটী। বেস! আমি সভায় সঙ্গীত আ-লোচনা করব, এমন কি জানি। তবে যদি এঁরা আমার দোষাদোষ না ধরেন, তা হলে একটু আদটু গাইতে পারি।

নট। সে আশঙ্কা করা উচিত নয়। এঁরা অতি বিজ্ঞ ও গুণগ্রাহী। এঁদের নিকট কোন চিন্তা নেই।

নটী। তবে গাই ;—

গীত।

রাগিণী মল্লার, তাল আড়া।

গুণীগণ সন্নিধানে এই মম নিবেদন।
গাইব অপূর্ব্ব গীত করি বহু আকিঞ্চন॥
অতুল সঙ্গীত নিধি, যতনে রচিলা বিধি,
সুধীগণ শোনেন যদি, সফল মম যতন॥

নট। প্রিয়ে, উত্তম গেয়েচ! শরৎ কালের বিষয় কিছু বর্ণনা কর। যার যে সময়, তখন তারই বিষয় ভাল লাগে। এতে সভ্য বাবুরো সন্তুষ্ট হতে পারেন।

নটী। তাতে আমি সম্মত আছি, কিন্তু ভাবচি, পাছে সভ্য মহাশয়েরা বিরক্ত হন; যেহেতু শরৎ কাল বর্ণনা কত্তে একটু বেশি সময় লাগবে।—ভাল, তুমি আগে একটু বর্ণনা কর দেখি।

নট। প্রিয়ে, এ সভায় কোন চিন্তা নেই। একে এঁরা অতিশয় ধীর, তাতে শরৎ কালের রমণীয় শোভা বর্ণিত হবে, তাতে আবার তোমার সুকণ্ঠ, একটু বিলম্ব হলে যে সভ্য মহাশয়েরা রাগ করবেন, বোধ হয় না। ভাল, আমিই একটু ধরে দি;—দেখ—

প্রফুল্ল কেশের ফুলে সাজিল প্রান্তর।
হেরিয়ে তাহার শোভা হরিষ অন্তর॥
ক্ষেত্রচয় শস্যময় কর নিরীক্ষণ।
পরেছে মেদিনী যেন পিঙ্গল বসন॥

কি শোভা হয়েছে ধান্য নত শীষ ভরে।
বিবিধ বিহঙ্গ সুখে আহার আহরে॥
বিচিত্র বিটপী কত ফল ভরে নত।
দেখ দেখ প্রিয়তমে শরৎ আগত॥
শরৎ আগতে হে শারদশশীমুখি।
ধরার কি শোভা দেখ প্রাণীমাত্রে সুখী॥

নটী। নাথ, ঠিক্ কথা ;—

শরৎ আগমে কিবা শোভিত ভূতল।
সমীরণ মন্দ মন্দ বহে সুশীতল॥
ফুটেছে কুসুম নানা ছুটেছে সৌরভ।
মকরন্দ লোভে অন্ধ শিলীমুখ সব॥
সুখাল পঙ্কিল পথ হইল সুগম।
চারি দিকে শস্য শোভা অতি অনুপম॥
সুপক্ক কলম ধান শোভমান অতি।
সুবর্ণ ভূষণ যেন পরে বসুমতী॥
উজ্জ্বল কজ্জল কান্তি ধরিল গগন।
হেরি হরষিত মন জুড়ায় নয়ন॥
সারস সহিত যত কল হংস নীরে।
ভাসিছে আনন্দে কভু খেলিতেছে তীরে॥

করিছে কৌতুকে ক্রীড়া কারণ্ডবগণ।
আহা কিবা কলরব করে অনুক্ষণ॥
জলদ বিগমে শিখীকুল সুখহীন।
নীরদ উদর নীরহীন দিন দিন॥
ইন্দ্রধনু সৌদামিনী ঘনে অদর্শন।
বিমানে বলাকা আর না করে গমন॥
আর সে মেঘের ঘটা না দেখি নয়নে।
না শুনি জীমূতমন্দ্র সতত শ্রবণে॥

নট। প্রিয়ে, উত্তম হচ্চে। ঐ দেখ, সভ্য মহাশয়রা উন্মনা হন নি; আর একটু বর্ণন কর।

নটী। আরও! তবে শোন;—

কুমুদ ও কোকনদ আর শত দল।
সাজায়েছে সরোবরে ভাবে ঢল ঢল॥
কমলের শ্বেত কোকনদের লোহিত।
আভা দেখি আঁখি মন হয় হরষিত॥
পবন কৌতুকে আসি নাচায় সকলে।
না পারে বসিতে ভৃঙ্গ মনোদুখে জ্বলে॥
পদ্মরেণু উড়ে পড়ে সলিল উপর।
ভস্মাচ্ছন্ন তনু যেন শোভে দিগম্বর॥

জিনে নীলকান্ত মণি সলিল শোভায়।
উজ্জ্বল কজ্জল লজ্জা পায় দেখি তায়॥
সরোবর শোভা হেরি ঈর্ষাতে আকাশ।
নাশি মেঘরাশি ক্ষণে হতেছে প্রকাশ॥
কি সুন্দর শেফালিকা গোলাপ টগর।
মধু লোভে অলি মাছি উড়িছে বিস্তর॥
কুসুম স্তবকে কিবা সপ্তচ্ছদ শোভে।
আমোদিছে দশ দিক তাহার সৌরভে॥

নাথ, আমি অনেক ক্ষণ অবধি পরিশ্রম কল্লাম, একটু বিশ্রাম করি, আর এক বার তোমার বর্ণনা শুনিতে ইচ্ছা হচ্চে।

নট। প্রিয়ে, তুমি বড় মনোরঞ্জন কচ্চ। আমি বিশেষ পরিশ্রম কল্লেও অমন পারব না, তবে তোমার বিশ্রামকাল পর্য্যন্ত, যেমন হউক, এক প্রকারে আসর রাখি। সভ্য মহাশয়েরা বিরক্ত হবেন না।

কিবা বান্ধুলির শোভা দেখ বিধুমুখী।
নিরখি লোহিত আভা অরুণ অসুখী॥
মালতী মোহিছে মন বাহিরিছে গন্ধ।
আনন্দে উন্মত্ত অলি পিয়ে মকরন্দ॥

দেখ যত ফুল লতা দল যুতা এবে।
প্রভাতে তুষার শোভা তাহে দেখ ভেবে॥
প্রদোষে প্রফুল্ল কুমুদিনী বিধুকরে।
নিদ্রা তেজি উঠে ধনী বিজৃম্ভণ করে॥
উঠে বসি অলসে রমণী যথা জাগি।
হাই তোলে অবিরত হইয়া বিরাগী॥
হেরি অস্তগিরি গত দিনকরকর।
মুদিল নয়ন কমলিনী অতঃপর॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা সতী রমণী যেমন।
হাসে না হরিষে ধনী বিরস বদন॥
প্রফুল্ল কুমুদ বৃন্দে সাজি সরোবর।
উপহাসে তারকিত নভে বহুতর॥

প্রিয়ে, আর ভাল লাগে না, তোমার মধুর স্বরে মোহিত হয়ে আছি, ঐ স্বরই শ্রবণ যোগ্য, অতএব আর এক বার গা তোল।

নটী। (মৃদু হাস্য করে) নাথ, তবে বলি;—ঐ—

বিরাজে বিমানে বিধু কি বিশদ আভা।
আহা নভোমণ্ডলেতে শোভাই বা কিবা॥

মৃণাল তুষার শঙ্খ সম শ্বেত কায়।
নিরম্বু নীরদ খণ্ড কত শত তায়॥
পবন আপন বেগে চঞ্চলি সকলে।
খেলিছে আনন্দে যেন গগন মণ্ডলে॥
সম্রাট্ সহস্র শ্বেত চামর বীজন।
সময়ে শোভয়ে যথা শশীও তেমন॥
শরতের শোভা বুঝি হেরিতে শর্ব্বরী।
বাড়িতে লাগিল ক্রমে হেন মনে করি॥
আ মরি কি সুখ নিশি কি সুখ সময়।
স্বভাব সৌন্দর্য্য হেরি প্রফুল্ল হৃদয়॥
ধন্য হে শরৎ ঋতু তুমি পুণ্যবান।
তোমার ভাগ্যের কথা কে করে বাখান॥
তব আগমনে দুর্গা দুর্গতি হারিণী।
অধিষ্ঠিতা হন ধরাতলে নিস্তারিণী॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সবে আনন্দিত।
শরতে অম্বিকা পূজা জগতে বিদিত॥

নট। প্রিয়ে, উত্তম! শরৎ কালের রমণীয় শোভা যেমন মনোহর, তোমার বাক্য গুলিও তেমনি চমৎকার; কিন্তু প্রেয়সি, কথা এই হচ্চে, যে কেবল বর্ণনা করে রাত্রি

কাটান ভাল হয় না, আমার মতে কোন এক খানি নাটকের অভিনয় কর।

নটী। নাথ, আজ কাল এমন নাটকই দেখা যায় না, যার অভিনয় হয় নি। তবে (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, মনে পড়েচে, শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ বাবু বিশেষ উৎসাহ দিয়ে যে দুর্গোৎসব নাটক খানি প্রস্তুত করাইয়াছেন, সেই খানিরই কেবল অভিনয় হয় নি, আজ দুর্গোৎসব নাটকেরই অভিনয় করা কর্ত্তব্য।

নট। হাঁ, উত্তম মনে করেচ, তবে চল, সেজে গুজে আসি গে।

উভয়ের প্রস্থান।

উদ্যানের হর্ম্ম্য।

সার্ব্বভৌম, বিদ্যাভূষণ ও মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

বারাণ্ডায় উপবেশন।

সার্ব্ব। ওখানে কে আছ হে?

ধরম সিংহের প্রবেশ।

ধর। আজ্ঞা, ধরম সিং।

সার্ব্ব। উদ্যানে দুর্গোৎসব দুর্গোৎসব কচ্ছিল কে, জান?

ধর। আজ্ঞা না।

মুখো। ভাল মনে পড়েচে, বলি কর্ত্তা মহাশয়, এবার যে পূজার নামটি শুনচি নে। দুর্গোৎসবটা বন্দ হল না কি? না আপনিও বড় দলে গেলেন?

সার্ব্ব। ওহে মুখুজ্যে, সময় বড় কদর্য্য, এখন বিশেষ বিবেচনা করে চলা উচিত। বুঝে না চলতে পাল্লে, এখন পিতা পুত্রে বন্তি হচ্চে না। উপযুক্ত সন্তান থাকতে তাদের অমতে কোন কাজ কত্তে নেই। তা, তাদের মত না হলে এবার পূজা কত্তে পাচ্চি নে। অতএব তাদের কি মত এক বার জিজ্ঞাসা করা যাক। ধরম সিং——।

ধর। হজুর।

সার্ব্ব। একবার বড় বাবু ও ছোট বাবুকে আমার নিকট ডেকে নে এস।

ধরম সিংহের প্রস্থান।

ভাগ্যধর ও মুক্তারাম বাবুর প্রবেশ।

উভ। (কর্ত্তাকে) কেন ডেকেচেন মহাশয়?

সার্ব্ব। হাঁ তোমাদের উভয়কেই বলচি, বলি এবার দুর্গোৎসবের কি কচ্চ? এটি আমাদের পৈতৃক কীর্ত্তি, ইটির লোপ হলে আমার মন অত্যন্ত অসুখী হবে। তোমরা উপযুক্ত সন্তান, না বল্লে কখনই কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারব না। অধিক কি, তোমরা না বল্লে, আমি প্রতিমার গায়ে মাটি দিতে পাচ্চি নে। তাতে তোমাদের মত কি বল।

ভাগ্য। মহাশয়, আপনার যাতে মনো বেদনা না জন্মে, তাই আমাদের কর্ত্তব্য। যাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তাই আমাদের অভিলাষ। আপনার যা মত হবে, করবেন, তাতে আমাদের মতামত কি? তবে আমাদিগকে যা কত্তে হবে, বলবেন, তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করব।

গার্ব্ব। ভাল, ভাল, বড় সন্তুষ্ট হলাম। দীর্ঘ জীবী হও। এখন যাও তোমরা গাড়ি করে বায়ু সেবনে নির্গত হয়েছ, তা যাও, যাও, বায়ু সেবনে যাও। ভাগ্যধর, ঐ আর দুটি গাড়িতে বসে, ওঁরা কে ?

ভাগ্য। মহাশয় ওঁদের নিবাস এই খানে। অন্যান্য কথা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলবেন ;

উভয়ের প্রস্থান।

বিদ্যা। ঐ যে উত্তর দিকে যিনি বসে ছিলেন দেখেছেন, ওটী বড় ভদ্র লোক এবং সুশিক্ষিত। বড় বাবু ও লোকটীকে বড় ভাল বাসেন। আর দক্ষিণ দিকে যে বসে ছিল, ওটা বড় ভয়ানক লোক। ও ব্রাহ্মের কাছে ব্রাহ্ম, যবনের কাছে যবন, হিন্দুর কাছে হিন্দুর প্রশংসা করে খ্যাত হবার চেষ্টা পায়। কখন মোসাহেবি ও কখন চিকিৎসাও কত্তে দেখা যায়। ও রঙ্গ ভূমিতে

অবতীর্ণ হয়েছে, দেখবেন, কত রঙ্গ উপস্থিত হবে। ওর নাম চন্দন বিলাস।

মুখ। তবে বড় বাবু ওকে কাছে আনতে দেন কেন? অসৎ সহবাসে চরিত্র মন্দ হতে পারে। তবে ত বড় বাবুকে সাবধান করে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিদ্যা। ওহে মুখুজ্যে, তুমি এমন মনে কর না যে, বড় বাবু ওর মতে চলেন। তবে ওটা খোস গল্প কত্তে পারে, ও একটু আদটু সঙ্গীতও জানে, তাই বড় বাবু মধ্যে মধ্যে রঙ্গ দেখেন। ও লোকের মনোরঞ্জন কত্তে মন্দ নয়। বড় মানুষের কাছে অমনতর দুই একটা থাকে। ওরা বাবুর হাই তোলায় তুড়ি দেয় ও কথায় সায় দেয় মাত্র, আর কিছুই ক্ষমতা নেই।

মুখ। স্ফটিক মণির কাছে জবা ফুল থাকলে, স্ফটিক মণি লোহিত দেখায়, জানেন না।

বিদ্যা। দেখায় মাত্র, গুণের কিছু ব্যতিক্রম হয় কি?

সার্ব্ব। যাক, ও কথায় আবশ্যক নেই। ওহে মুখুজ্যে, কাল কুমার ডাক, প্রতিমার গায়ে মাটী দিতে আর বিলম্ব না হয়। কাল দিন ভাল। অন্যান্য দ্রব্য যা যা প্রয়োজন, তা তুমি জান; সে সমস্ত তোমাকে আর বলে দিতে হবে না। সকল বিষয়ে ত্বরান্বিত হও। আমি সন্ধ্যা কত্তে চল্লাম।

কর্ত্তার প্রস্থান।

বিদ্যা। মুখুজ্যে, দেখলে ত, কেমন সু সন্তান? ওহে যার প্রতি লক্ষ্মীর দয়া থাকে, তার সকলই ভাল হয়। দেখ, কত লোকে বলেছিল, ভাগ্যধর ও মুক্তারাম বাবু ব্রাহ্ম, এবার এঁরা পূজায় মত দেবেন না। তা ব্রাহ্মই হউন, আর পৌত্তলিকই হউন, যাঁরা সুশিক্ষিত হয়েছেন, তাঁরা কি কখন পিতা মাতার মনে ক্লেশ দেন, না অবাধ্য হন, তবে যারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক, তারাই অতি ভয়ানক, তাহারা কিছুই জানে না, অথচ সকল বিষয়ে অগ্রে ধাবমান হয়। ঐরূপ লোক দ্বারাই সমাজের য-

থার্থ উন্নতি হচ্চে না। উহারা উন্নতির যথার্থ পথ অবগত নয়, কেবল বিতণ্ডা কত্তেই পটু। যে কাজ সহজে সম্পন্ন হবে, তার জন্য ব্যগ্র হওয়া কেন? এতে উপকার প্রত্যাশা অল্প, বরং লোকের নিকট ঘৃণিত হতে হয়। ওহে আরও অনেক কথা আছে, ক্রমে সব বলব। চল, এখন সন্ধ্যা করিগে।

উভয়ের প্রস্থান।

আশ্চর্য্যের কথা নয়; আমার মতে এ অন্যায় চেষ্টা ত্যাগ কর। যাতে বালক বালিকাগণ সুশিক্ষিত হয় ও ঐরূপ সংস্কার না জন্মে, সেই চেষ্টা করাই উচিত।

ধন। এতে কত দিন অপেক্ষা কত্তে হবে, এক বার ভেবে দেখ দেখি, তবে আমরা আর কি উন্নতি কল্লাম, আর কিসেই বা সুখ্যাত হব?

ভাগ্য। কি আশ্চর্য্য! তোমাদের যে কত দূর ভ্রম, তা বলা যায় না। সুখ্যাতির লালসায় যেমন এক দলের প্রিয় হতে চাও, তেমনি অপর দলের ত বিরাগভাজন হবে, আমার মতে এটি বিশুদ্ধ যুক্তি নয়। যদি দীর্ঘকালেও আমাদের আশা পূর্ণ হয় ও সেটা যদি সর্ব্ববাদী সম্মত হয়, তাই শ্রেয়। অন্তঃকরণ কপটে পূর্ণ করিয়া মুখে একটা আদটা বাঁদি বোল বলা অপেক্ষা ভণ্ডামি আর নেই। এদের চেয়ে পৌত্তলিকেরা ভাল, তাদের এক বিষয়ে দৃঢ়তা আছে। রামধন বাবু, আপনি কি বলেন?

রাম। ধন বাবু ক্রোধ করেন ত হাত নেই, কিন্তু যথার্থ কথা বলা আমার কর্ত্তব্য। তোমার আন্তরিক ইচ্ছা যে সভভ লোকে তোমার সুখ্যাতি করে। তোমার দোষ নেই ভাই, এখন ওরূপ আশা সকল যুবকগণেরই দেখচি। ইহারা ধর্ম্ম বা সমাজের জন্য যত না করুক, সুখ্যাতির জন্যই ব্যগ্র, কিন্তু এমন অন্যায় ইচ্ছাতে যে সমাজ সংস্কৃত হবে না, তা একবার ভেবে দেখা উচিত। ভাগ্যধর বাবু বৃদ্ধ পিতার মনে ক্লেশ দেন, এটি কি যুক্তিসিদ্ধ, না কর্ত্তব্য পক্ষে পরিগণিত? গুরু জনের মনে ক্লেশ জন্মে, এমন কাজ কত্তে নেই।

ধন। (জনান্তিকে) বড় মানুষের বাড়ির জামাই হওয়া বড় বিষম; সম্বন্ধীর মতেই মত। (প্রকাশে) বলি রামধন বাবু,

রাম। তুমি এক শ বার রামধন রামধন কর না, হাঁ—

ধন। আমার ভুল হয়েচে; জামাই বাবু বলেই ডাকব; জামাই বাবু, গুরু জন

যদি নিরর্থক কোন অন্যায় কাজ কত্তে বলেন, আর তা না কল্লে, যদি তাঁর মনে ক্লেশ জন্মায়, তবে তাই করব না কি?

জামা। এ কাজটা নিরর্থক কিসে? এতে অনেক সৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। দান আছে, লোক জনকে দেওয়া ও খাওয়ান হয়। বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদও আছে। অনেক দীন দরিদ্র অনেক রকমে অর্থ পায়। এ গুলি কি তোমার মতে অন্যায় কাজ? এতে কি ধর্ম্ম নেই?

ধন। প্রতিমা পূজা! না ভাই, কর্ম্মকাণ্ড করবার প্রয়োজন কি? এত ঘুরে যাব কেন?

জামা। কর্ম্মকাণ্ড না করে তুমি একবারে পর ব্রহ্মের উপাসনা কত্তে পার ইহা সম্ভব নয়। সে পথ বড় সহজ নয়। একবারে পর ব্রহ্মের প্রীতি লাভ করা অসাধ্য। ইহাতে রিপু সকল দমন কত্তে হয়, মায়া পাশ ছিন্ন কত্তে হয়, তা হলে সে পথে যেতে পাবে, এখন তোমার সে ক্ষমতা

কোথা? অতি সামান্য কারণে রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হয়ে কত অনর্থ উপস্থিত কচ্চ। এমন অবস্থায় তুমি সে পথের পথিক হতে পার না। এখন সাকারের আরাধনা কর। সাকারের ভাবনা করিতে করিতে ক্রমে কঠোর ব্রত অভ্যস্ত হবে, পরে চিত্তের শুদ্ধি ও মন পবিত্র হলে, ক্রমে নিরাকারের উপাসনা কত্তে পারবে, তখন কৃতকার্য্যও হতে পার; অতএব অগ্রে প্রতিমাদি পূজা করা উচিত, অনুমান হচ্চে।

ধন। বেদে প্রতিমাদি পূজা করিতে নিষেধ আছে।

জ্ঞানা। নিষেধ আছে সত্য, কিন্তু সে কার পক্ষে,—পরম জ্ঞানীর পক্ষে; নাম মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে নয়। যাঁরা অনেক কর্ম্মকাণ্ড করেচেন, যাঁরা অনেক শুনেচেন, যাঁরা ভূয়োদর্শন দ্বারা বহুদর্শী ও মহাজ্ঞানী হয়েচেন, তাঁদের পূজাদি করবার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞানের পথে সর্ব্বদা বিচরণ কচ্চেন, তাঁর কোন কর্ম্ম করবার অপেক্ষা থাকে না।

ধন। পূজাদি কত্তে গেলে রূপ কল্পনা কত্তে হয়। তা যিনি নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁর আবার রূপ কি? ভাবনাই বা কি?

জামা। তিনি নিরাকার সত্য, কিন্তু রামতাপনীয় শ্রুতিতে ও কুলার্ণবে স্পষ্ট লেখা আছে—উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অদ্বিতীয় অশরীরী ঈশ্বরের রূপ কল্পনা কত্তে হবে। যোগিনীহৃদয়ে লেখা আছে—এক ব্রহ্ম নানা রূপে নিরূপিত হচ্চেন। গোপালতাপনীয় শ্রুতিতে আছে—এক ব্রহ্ম মায়াতে নানা রূপ হয়েচেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে—ভক্তের মোক্ষ দিবার জন্য তোমার রূপ কল্পনা হয়েছে। এ সকল বাক্য কি পূজাদির বিষয়ে খাটে না? আর দেখ, আগ্নেয় পুরাণে লেখা আছে—যখন তিনি শরীরী, তখন সকল অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট; নিরাকারে নির্ম্মম। এ সকল মহাত্মাদিগের বাক্যে এই বোধ হচ্চে, যে ভক্তের বা উপাসকদিগের সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইতে পারে। রূপ কল্পনা

করিতে গেলেই পূজাদি করা কর্ত্তব্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্পষ্ট লেখা আছে—ভগবতী জ্ঞানরূপে বিশ্বব্যাপিনী হইয়াছেন। অতএব ভগবতী দুর্গার পূজা করা কোন মতে অশাস্ত্রীয় নয়। বরং কর্ত্তব্য পক্ষে গণিত হচ্চে। তন্ত্রেও লেখা আছে—চতুর্ব্বর্গ ফলও পূজাদি সাপেক্ষ। উপাসনা না করিলে মানব সিদ্ধকাম হয় না। এ সকলে কি বোধ হয়?

ধন। ইটী মুক্তির পথ বলিয়া বোধ হয় না।

জামা। কেন? গরুড় পুরাণে লেখে—স্থূল শরীর ধ্যান করিলেই নর মুক্তি লাভ কত্তে পারে। যদি তাও না মান, তবে এ কথা তোমার স্বীকার কত্তে হচ্চে, কর্ম্মকাণ্ড অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রমে তুমি মুক্তির পথ দেখে নাও।

ধন। এ সব কিসে জানতে পারব?

জামা। শাক্তানন্দতরঙ্গিণী দেখলে, পর বিশেষ রূপে জানতে পারবে।

আমাদের রাশি রাশি বচন আছে, রাশি রাশি শাস্ত্র আছে; সে সকল না দেখেই কেবল অনর্থ ঘটচে।

ধন। আমাদেরও অনেক বচন আছে, তোমার প্রত্যেক বচন খণ্ডন কত্তে পারি, কি বলব, আমার মনে আসচে না। যদি আমাদের সভায় এক দিন যাও, এ কথার বিচার হবে। আমি প্রচুর প্রমাণ দেব।

জামা। ভক্তিকে মার্জ্জিত করা, ভক্তির চর্চ্চা রাখা ইহার উদ্দেশ্য। কর্ম্মকাণ্ড না কল্লে জ্ঞান কাণ্ডে অধিকার হইবার সম্ভাবনা কোথা? সে গুলি না জেনে কেবল বিতণ্ডাই কর, এটি যুবক দলের নূতন রোগ।

ধন। তাই বল্লে কি প্রতিমাকে প্রণাম করব না কি?

জামা। কে তোমার ঘাড় ধরে নুইয়ে দেয়? তুমি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে যা পার, তাই করবে। তাতে কোন হানি দেখা যায় না। আমি জানি ভাগ্যধর বাবুর ওতে বিশ্বাস নেই, কিন্তু দেশ কাল

পাত্রের উপযুক্ত পাত্র। ইহাঁর সাবধানে কাজ করা দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলাম।

ধন। (স্বগত) সাবধানে হউক বা না হউক, তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। (প্রকাশে) এতে যে কপট ভাব প্রকাশ হচ্চে।

জামা। যার মুখে এক, মনে আর, তাকেই কপট বলে, কিন্তু ইনি সেরূপ নন। ইনি নিজে ও কাজ কচ্চেন না যে, তাতে তোমার আক্ষেপ হবে। ইহাঁর যা বিশ্বাস, তার অন্যথা কাজ আমি দেখতে পাই নে। তবে পিতার মতে মত দিলেই কি কপট হবেন, সে মত আবার অন্যায় মত নয়। এতে কপটতা কি ?

ধন। যদি সে দিন আমি পৈতে ফেলার প্রস্তাব কত্তাম, তবে ত আরও অপ্রতিভ হতাম।

ভাগ্য। অমন সকল প্রস্তাবে আমি কদাচ সম্মত নই। পৈতে ধর্ম্মের কি হানি কচ্চে, কর্ম্মের কি বাধা দিচ্চে, তাতে উপাসনার কি বিঘ্ন হচ্চে ? যাতে কোন অন্যায়

দেখা যায় না, তাতে এত দ্বেষ কেন? এতে উপকার মাত্র নেই, কেবল সমাজ বিশেষের বিরাগভাজন হওয়া মাত্র, ওতে কোন উপকার নেই বরং আত্মীয়গণের মনে যাতনা দেওয়া হয়। ও সব প্রস্তাব কেন? এখন আর বিতণ্ডায় কাজ নেই। ঐ চন্দন বিলাস আসচে; ধন বাবু, খানিক রঙ্গ করা যাউক। তুমি এক বার বিলাসের সহিত বিচার কর।

চন্দ। (পথে আসতে আসতে স্বগত) আমি ব্যাটা ছেলে; যখন এখানে প্রথম এলাম, তখন কেউ নামও জানত না, এমন হবো তা মনেও করিনি। তা কেবল খোসামুদি, চাতুরী ও নানা কৌশল করেই এত দূর হয়েচে। অনেক লোকের সহিত আলাপ মিলেপ হল; বিশেষ ভাগ্যধর বাবুর সঙ্গে পর্য্যন্ত আলাপটাও হল। ওঃ, প্রথমে এখানে এসে না করেচি, এমন কাজই নেই। মহাদেব বাবুর জয় জয়কার হউক। ভাগ্যে তিনি ভাগ্যধর বাবুর সঙ্গে আলাপটা করে দিলেন. নতবা—

কোথা ধাম কিবা নাম জানে কোন জন।
কিন্তু স্বীয় গুণে এবে বিখ্যাত ভুবন॥
বাবু বাবু বলে ডাকে আমাকে যখন।
গরবে মাটীতে পদ পড়ে না তখন॥
কত ছলে ফিরি আমি কে বা তাহা জানে।
কভু পিরে সির্নি মানি কভু ব্রহ্ম জ্ঞানে॥
কভু শচীতুলালে দেবতা হেন বাসি।
কভু যীশু প্রেমনীরে সদানন্দে ভাসি॥
অর্থাৎ যে মতে যথা যশ আছে জানি।
যাহাতে সন্তুষ্ট প্রভু তাহাই বাখানি॥
এমন চতুর চূড়া পাইবে কোথায়।
জোড়া বুঝি জন্মে নাই—হাহ হায় হায়॥

(হাস্য, প্রকাশে) তা এখন যাই, বড় বাবু ও ছোট বাবু কেন ডেকেচেন শুনিগে।

সভায় প্রবেশ।

মুক্তা। এস হে চন্দন বিলাস, এস, কোথায় থাক, কি কর, কিছুই যে জানতে পারি নে।

চন্দ। মহাশয়, ঈশ্বর বড় মানুষ করেন নি যে, পার উপর পা দিয়ে বসে থাকব।

আমরা খেরস্থির ছেলে, কোথায় কি চেষ্টায় থাকি, তার ঠিক কি। পেট মুদ্দ,ই আছে, জানেন ত।

মুক্তা। কথায় তোমাকে আঁটা ভার। এখন এঁরা তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন যে, দুর্গা পূজার বিষয়ে তোমার মত কি? বড় বাবু বলচেন, দুর্গা পূজা করা বড় ভাল। তা কি বল?

চন্দ। আজ্ঞে, কি বলই যে বটে—

মুক্তা। বেস! আমি তোমার মত জিজ্ঞাসা কচ্চি যে।

চন্দ। আজ্ঞে, আমার মত জিজ্ঞাসা কচ্চেন—কি বলব বলুন। (স্বগত) সাল্লে, দেখি ঈশ্বরের মনে কি আছে। সহসা এ ঘোর বিপদে পড়লাম, কি বলতে কি বলব, কার মনে ক্লেশ হবে, আর এ বেচারী মারা যাবে। (প্রকাশ) বলুন না, এখনি যথার্থ উত্তর দেব।

মুক্তা। চন্দন বিলাস, দুর্গা পূজা বিষয়ে তোমার মত কি?

চন্দ। (স্বগত) মা দুর্গে, রক্ষা কর মা, আমি পেটের দায়ে সব কত্তে বসেচি। (প্রকাশে) মাটী লেপে মুচে, সাজিয়ে গুজিয়ে পুজা করা—আ—।

জামা। ও বিলাস, বড় বাবু যে বলেন এটী উত্তম কাজ।

চন্দ। হুঁঃ, তা বলতে নেই, তবে তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, এতে আর কথা কি?

জাগা। ও কি শ্লোক হল? কৈ আমরা কিছুই ত বুঝতে পাল্লাম না।

চন্দ। অর্থ কি জান? বড় বাবু যা বলচেন, তা কি অন্যথা হবার জো আছে? ছোট বাবুর ত কথাই নেই। (হাস্য)—

আমারে কে ঠকাইবে হেন সাধ্য কার।
বাবুর যা মত তাহে সম্মতি আমার॥
যা হক তা হক তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।
পক্কান্ন পরমানন্দে খাইব রে ভাই॥

মুক্তা। আর বিচারে কাজ নেই, খুব হয়েচে, এখন গাড়ি তৈয়ার করে আনতে বল; বেড়াতে যেতে হবে।

চন্দ। ছোট বাবু, গাড়ি তৈয়ার— গা তুলুন।

উভয়ের প্রস্থান।

ধন। ছোট বাবু চন্দন বিলাসকে কিছু ভাল বাসেন।

জামা। খোসামোদের প্রভাবে সবই হয়।

ভাগ্য। চল হে একবার আণ্ডা খেলা করিগে।

সকলের প্রস্থান।

সার্ব্বভৌম, বিদ্যাভূষণ ও মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

সার্ব্ব। বিদ্যাভূষণ, আমাদের পূজার পোনের দিন পুর্ব্বে বোধন বসে। গাঙ্গুলি-দের প্রতিপদাদি কল্প, রায়েদের ষষ্ঠ্যাদি কল্প হয়ে থাকে, এর কারণ কি?

বিদ্যা। পোনের দিন পূর্ব্বে যে বোধন, তাই শাস্ত্র সম্মত। ভগবান্ ব্রহ্মা রামচন্দ্রের উপকারার্থ পোনের দিবস পূর্ব্বে বোধন করেছিলেন।

সার্ব্ব। ব্রহ্মা রামের উপকারার্থ কেন বোধন করেছিলেন?

বিদ্যা। অকালে পূজা নাই বলে আগে বোধন করেছিলেন।

সার্ব্ব। কেন, তিনি কি স্বয়ং রাবণকে বিনাশ কত্তে পারেন নি?

বিদ্যা। না, যখন ভগবতী দুর্গাকে রাবণের রথে দেখলেন, তখনি তিনি ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করে সীতার উদ্ধারে হতাশ্বাস হন। তা দেখে ব্রহ্মা বল্লেন, রামচন্দ্র, দেবীর পূজা কর, পূর্ণ মনোরথ হবে। রামচন্দ্র বিনা বোধনে অকালে পূজা হবে না বলিলে ব্রহ্মা কহিলেন, সে জন্য তোমার চিন্তা নেই। এ সব কাণ্ড হবে জেনে আমি আগে বোধন করেছি। তুমি পূজা কর। তখন রামচন্দ্র দেবীর পূজা করে সিদ্ধকাম হলেন। সেই পর্য্যন্ত আশ্বিনে দুর্গা পূজার প্রাদুর্ভাব।

সার্ব্ব। কোন কোন লোক সে মত করে না; তবে ত তাদের পূজাই হয় না।

বিদ্যা। অশক্তের পক্ষে বিশেষ বিধি আছে।

সার্ব্ব। ওহে মুখুজ্যে, কাল না আমাদের বোধন বসবে? তোমার উপর পূজার সমস্ত ভার দিইচি; দেখ, যেন কোন কাজে গোল হয় না। এখনও মনে করে দেখ, কোন কাজ বাকি আছে কি না।

মুখু। মহাশয়, আপাততঃ যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, সে সমস্ত আয়োজন হয়েচে। নওবত দুটি পরিপাটীরূপে সাজান হয়েচে। নওবতওয়ালাদের আনতে লোক পাঠান হয়েচে। আড়গোড়া বানতে লোক নিযুক্ত করা হয়েচে। ভিয়েনের আকা পাতা হয়ে প্রায় শুকন শুকন হল; ভৈরব, গোপীনাথ ও রামধন শর্ম্মাকে আনতে লোক গেচে। আজ নাগাদ সন্ধ্যা আসতে পারে। কাষ্ঠ সব প্রস্তুত। বড়ী দেবার কলাই কিনে দেওয়া হয়েচে। বাড়ী মেরামত ও পরিষ্কার প্রায় হল। নাচঘর সাজান হয়েছে। ডাকের সাজের বায়না দেওয়া গেচে। এখন যে সব কাজ উপস্থিত হচ্চে, তাই সম্পন্ন করা যাচ্চে।

সার্ব্ব। ভাল, ভাল—তোমাকে বিশ্বাস আছে বলেই ত নিশ্চিন্ত আছি। বিদ্যাভূষণ, কি বল ?

বিদ্যা। হাঁ—তাত বটে। কিন্তু আর শুনেচেন।

সার্ব্ব। কি গো ?

বিদ্যা। এবার আপনার পূজায় বা একটা দলাদলী হয় ?

সার্ব্ব। কেন ?

বিদ্যা! দক্ষিণ পাড়ার ওঁরা, বোধ হয়, এবার আপনার পূজাতে আসতে না পারেন।

সার্ব্ব। অপরাধ ?

বিদ্যা। আপনার অপরাধ নেই, বড় বাবুর সঙ্গে একটু ভাবান্তর হয়েগেচে।

সার্ব্ব। ব্যাপারটা কি হে ?

বিদ্যা। শুনবেন ? দক্ষিণ পাড়ায় রাধিকা বাবু একটি সুরাপাননিবারিণী সভা করেচেন, যিনি সভ্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হবেন, তিনি আর মদ খেতে পাবেন না।

সার্ব্ব। এ যে বড় ভাল কাজ করেচেন!

রাধিকা বাবু এ জন্য অবশ্য প্রশংসা লাভ কত্তে পারবেন। পান দোষটা অত্যন্ত বেড়েছে, এর নিবারণ কত্তে চেষ্টা করাই ত যথার্থ ভদ্রের কাজ। এতে বিবাদ কি?

বিদ্যা। উদ্দেশ্য উত্তম সন্দেহ নাই। কিন্তু কতগুলি কপট অৰ্দ্ধ শিক্ষিত লোক সভ্য হয়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দিচ্চে কৈ? ইহাতে সভ্য নিযুক্ত করা খুব বিবেচনার কাজ। বড় বাবু এ সব দেখে শুনে সে সভায় যান নি।

সার্ব্ব। কেন যান নি, ভাগ্যধরের ত পান দোষটা নেই।

বিদ্যা। তিনি বলেন, মনে প্রতিজ্ঞা থাকলেই হয়। বাহ্য আড়ম্বরে প্রয়োজন নেই। বগলে মদের বোতল রেখে এক বার সুখ্যাতির লোভে মদের বিপক্ষে দুই একটা বক্তৃতা কল্লে কি হবে? এতে কি ভক্তি থাকে, না, এ ভাল কাজ? তিনি রাধিকা বাবুকে শত শত বার ধন্য বাদ দেন, কিন্তু বলেন, তেমন সভ্য কই?

সার্ব্ব। হাঁ—ভাগ্যধর যা বলেন, তা ত অযথার্থ নয়। কিন্তু এও ভাবা উচিত যে, রাধিকা বাবুর এই যত্নে যদি এক জন লোকও মদ ত্যাগ করে, তবেই তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ হবে। সে যাক, বিবাদের কারণ কি ?

বিদ্যা। আর কারণ কি, ইনি তাঁর সভায় যান নি, তিনি আপনার পূজায় আসবেন না। যদিও আমি সে ভাব ঘুচুতে চেষ্টা কত্তাম, তা ত আর করব না ; আপনাদের যে এক চন্দন বিলাস জুটেচে, এর জন্য কোন কাজ হবে না।

সার্ব্ব। চন্দন বিলাসের অপরাধ ?

বিদ্যা। অপরাধ কতই বলব। ইহার চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। ইহার কথাটী উহার কাছে; আমার কথাটি আপনার কাছে, লাগালাগি করে মন ভার করে দেয়। এ রূপ লোকের দ্বারা পৃথিবীর অপকার বই উপকার নেই। অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক অতি আশ্চর্য্য লোক। ইহাদের বিশ্বাস ক্ষেত্র অতি

সংকীর্ণ—কিছুতেই বিশ্বাস নেই, কিছুতেই শ্রদ্ধা নেই, আবার সকলই আছে। কিছুই গ্রাহ্য করেন না, কিছুই মান্য করেন না, বড় লোকের মুখে যা শোনেন, তাই অব্যর্থ বাক্য মনে করেন। কোন বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নেই, সুতরাং অল্প বক্তৃতা শ্রবণ কল্লেই তাতে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। যে কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হয়, ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়াই ইহারা আগে তাতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু শেষ রাখতে পারে না। আমি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করে দেখিছি, ইহাদের কোন ধর্ম্ম বা সমাজ বিশেষে শ্রদ্ধা নেই, দৃঢ় বিশ্বাসও নেই; বাস্তবিক ইহারা দৃঢ় বিশ্বাসী হতে জানে না। ইহারা যেমন অহঙ্কৃত, তেমনি উদ্ধত; কথায় কথায় ইংরাজী মিশ্রিত বাঙ্গলা বলে, এটী একটী বিলক্ষণ রোগ। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে, ইহারাই আগে গিয়ে সভ্য হয়, আবার দেব দেবীর কাছেও ভয় আছে। যীশু খ্রীষ্টের গুণ গান হচ্চে, এরা

আগে গিয়ে এমন আসন জোড়া করে, যে অন্য লোক বসতে স্থান পায় না। বক্তৃ-তার অর্থ বোঝা বড় অভ্যাস নেই, কিন্তু 'চিয়ার, চিয়ার' শব্দে ও টেবিল চাপড়ানর ঠক্‌ঠকানিতে কাণে তালা লেগে যায়। সিস্ দেওয়াতেই বা আঁটে কে? হিন্দুর কাছে গঙ্গার বন্দনা পাঠ করে, (বাঙ্গলায় এই প-র্য্যন্ত দর্শন।) আবার ঘোষ পাড়াতেও আ-ছেন। ফলত এই শ্রেণীর লোককে চেনা ভার! ইহাঁরাই, কি সমাজ কি ধর্ম্ম বিশেষ, কোন বিষয়ের উন্নতি হতে দিচ্চেন না। ইহাঁদিগকে আদর্শ কল্লে কোন কাজই হয় না। এই দলের দৌরাত্ম্যে কোন ভদ্র লোক কোন প্রকাশ্য স্থানে যান না; নতুবা ক্রমে এত কৃতবিদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হতেছে, কেনই না সমাজ সংস্কৃত ও উন্নত হবে? ইহাঁরা মিলিত হলে কোন্ বিষয়ের উন্নতি না হয়, কি সেই বা আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হতে হয়? চন্দন বিলাস কি সেই দলের লোক নয়, ইহার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আছে।

(কিন্তু কথায় কথায় পরম ব্রহ্মের নাম করে থাকে।) ইহা দ্বারা কি কোন বিষয়ের উন্নতি হতে পারে? এমন কপট লোক আর নেই। একে কি তিলার্দ্ধ বিশ্বাস কর্ত্তে আছে? এ শ্রেণীর লোক সকল অকাজই করে থাকে। কথায় কথায় 'লাইবেল' কর্ত্তে উদ্যত হয়। ক্রোধে ও দ্বেষে শরীর পরিপূর্ণ; ছোট লোকের কাছে স্পর্দ্ধার সীমা থাকে না। কিন্তু বড় লোকের চেয়ার পর্য্যন্ত আনিতে লজ্জা বোধ হয় না; সে সময় আর তেজস্বিতা থাকে না। ইহারা আপনার কাজ যেমন বোঝে, অন্যের কাজে তেমনি বাধা দেয়। মুখে মহা দেশহিতৈষিতা প্রকাশ করে, কিন্তু এক জন প্রতিবাসীর উন্নতি দেখলেই মৃতপ্রায় হয়। এমন ভয়ানক লোক কি আর আছে, চন্দন বিলাস কি সেই দলের লোক নয়? ইহা দ্বারা ক্রমে কত হবে দেখবেন। এখন আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

সার্ব্ব। চন্দন বিলাসের উপর আপনার এত ক্রোধ কেন?

বিদ্যা। (স্বগত) হুঁ—এঁকেও যে বশীভূত করেচে; তা ওটার এমনি ক্ষমতাই বটে, কার সাধ্য যে ওকে প্রথমে চেনে। (প্রকাশে) মহাশয়, আমার ক্রোধও নেই, ভাল বাসাও নেই, যার অন্যায় দেখি বলে থাকি; তাতে কেউ বেজারই হউন আর ভালুই বাসুন। লেখা পড়া শিখেছি, মূর্খ নই, যদি ন্যায় অন্যায় বলতে না পারব, তবে বিদ্যা শিক্ষার ফল কি? যারা সে বিষয়ে বঞ্চিত, তারাই কথায় সায় দিয়ে যায়। আমাদ্বারা তা কখন হবে না। এতে থাকি আর যাই।

মুখো। (স্বগত) বামুনের পেটে বিদ্যে আছে কি না! (প্রকাশে) বলি, মহাশয়, যখন জ্বরে পড়ে গার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করবেন, তখন যে চন্দন বিলাসকে দরকার হবে; তখন যে তার হাতে পড়তে হবে।

বিদ্যা। মুখুজ্যে, তুমি এমন মনে কর না যে, শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা কখনও অমন হাতুড়ে

ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হবেন। মৃত্যুও ভাল, তথাপি ও যমদূতদিগকে কি কাছে আসতে দেয়? ওরা কখনও চিকিৎসা শাস্ত্র দেখেনি; ওদেদ্বারা চিকিৎসিত হলে আ-ত্মার নিকট দোষী হতে হয়।

মুখো। ভাল তখন দেখা যাবে।

সার্ব্ব। আর ও বিতণ্ডায় কাজ কি? এখন একবার প্রতিমা কেমন চিত্র হচ্ছে, দেখিগে চল।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

উদ্যান।

চন্দন বিলাসের প্রবেশ।

চন্দ। (স্বগত) এই ত ক্রমে সকলকেই হস্তগত কল্লাম। কর্ত্তা বাবু পর্য্যন্ত ভাল বাসচেন। এখন কিছু পয়সা উপার্জ্জন করা চাই। কিন্তু কি উপায়ে তা ঘটে—কি করি; আর এপিডেমিক নেই, যে চিকিৎসাতে মজা মারব। ওঃ! ভেলা পাল্‌কিতে চড়া গেচে! আপাতত কি উপায় করা যায়। (চিন্তা করিয়া) এই ত পূজা এসেচে, আমার বাবুর বাড়ীতে কত লোক কত প্রকারে পয়সা উপার্জ্জন করবে। কামার, কুমার, ছুতার, মালী প্রভৃতি অনেকে প্রতিপালিত হবে। তা ছুতর যে এত টাকার কাজ

কল্লে, সে তো আমারই প্রতাপে, আমিই ত ওকে এনে দি। ওর নিকট ও অন্যান্য সকলের নিকট কিছু কিছু নিতে হবে। ছোট বাবুকে বলে কয়ে পূজার অধ্যক্ষটা হতে হবে। এই যে মুক্তারাম বাবু আসচেন। (দেখিয়া কণ্ঠশব্দ।)

মুক্তারাম বাবুর প্রবেশ।

মুক্তা। কে ও চন্দন বিলাস না?

চন্দ। হাঁ মহাশয়, আমিই ত।

মুক্তা। বেস, কোথায় থাক হে? আমার বাড়ীতে পূজা, কত ধূমধাম হচ্চে, তুমি যে কোন কাজেরই ভার নিচ্চ না কেন?

চন্দ। মহায়, ঈশ্বর তেমন অর্থ দেন নি, যে বসে বসে খাব, সদাই আপনার দুঃখে বেড়াই। অন্য অভিভাবক নেই যে, তার উপর নির্ভর করে বসে থাকব। রোগী টোগীও বেসি হাতে নেই; সংসার চলা ভার হয়ে উঠেছে। মহাবিপদে পড়েছি, তাই তত হাজির হতে পারি নে।

মুক্তা। কেন হে, এই ত তোমাদের মরসম, এমন সময় রোগী হাতে নেই। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস ত তোমাদের পুণ্যের সময়; রোগা পাঁটায় কড়ি। এমন সময় রোগী হাতে নেই।

চন্দ। হুঁঃ—আপনাকে না বল্লেও চলে না; আর কি এপিডেমিক আছে, তাই পালকি চড়ে যাব আর টাকা আনব। সে সময় গেছে। একটা ফিবর মিক্শ্চর ও বিশ গ্রেন কুইনাইন দিয়ে রোগীকে চাঙ্গা কল্লাম আর লোকেও বাহবা দিতে লাগল। তা আর কি তেমন লোক আছে, না তেমন সময় আছে। আমার বিদ্যে সাদ্দি ত আপনি জানেন, মেটিরিয়া মেডিকা পর্য্যন্ত বিদ্যে, তাও আবার নিজে পড়া; এতে আর কত হবে, বলুন।

মুক্তা। কুইনাইন না থাকলে তোমরা কি কত্তে।

চন্দ। কুইনাইন না থাকলে আমাদের কি ব্যবসা চলত, এ পতিত পাবন না

থাকলে কি আমার গতি হত। ঐ যে কে একটা গান বেন্দেচে, শোনেন নি?

মুক্তা। না; কি গান বল বল!

চন্দ। 'এনেছে জ্বরের যম কুইনাইন'—

মুক্তা। ওহে সুর করে গাও না।

চন্দ। আবার সুর করে; আচ্ছা—হাঁ—ঈ—ঈ—ঈ—

'এসেছে জ্বরের যম কুইনাইন। হল স্বগুণে সে শাদা গুঁড় অল্প কালে সব চিন। চিরতা করিত বটে জ্বরে কিছু উপকার, সারিবে কি না সারিবে ছিল না স্থিরতা তার, গুলঞ্চ নাটার ফল, ইদানী হল বিফল, লক্ষ্মীবিলাসের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে অনেক দিন।'

মুক্তা। লক্ষ্মীবিলাসের না চন্দন বিলাসের?

চন্দ। দেশে রোগ না থাকলেই বটে।

মুক্তা। তুমি ত তবে এক জন পরম দেশহিতৈষী হে!

চন্দ। কেন মুর্দাফরাসদের চেয়ে ত ভাল। (হাস্য)

মুক্তা। আচ্ছা হে চন্দন, তোমার ক্লেশ হয়েচে বটে, তবে এক কাজ কর;—এই যে পূজার খরচ পত্র যত হচ্চে, সে সকল তোমার হাত দিয়ে হবে, তবেই কিছু কিছু দস্তুরি পাবে না?

চন্দ। হাঁ, নাড়া নাড়লেই গুঁড় পড়ে। আপনার জয় হউক। (সানন্দমনে)

জয় জয় জগদীশ জগত জীবন।
রাখ ছোট বাবুজিকে সুখে সর্ব্ব ক্ষণ॥
কিন্তু যদি মোর প্রতি হন প্রতিকূল।
তবে যেন্ন সবংশেতে হয়েন নির্ম্মূল॥
যা হক এখন আর কোন চিন্তা নাই।
পক্কান্ন পরমানন্দে খাইব রে ভাই॥

তা যাই, এ শুভ সম্বাদটা সকলকে জানান দিইগে।

উভয়ের প্রস্থান।

পূজার দালান।

মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

মুখো। (স্বগত) ও—বাবুর কি বিভব, এখনও পূজার সাত দিন বিলম্ব আছে, এর মধ্যেই এত ধূম! এ দিকে নওবত বাজচে, ও দিকে তয়ফার নাচ হচ্চে, কোন খানে ডাকের সাজের মহা আড়ম্বর লেগে গেছে, কোন খানে নানা বিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হচ্চে, এই—যে—প্রতিমা সাজাতে লেগে গেছে। তা আমি আর বসে থাকবো না, অনেক কাজ আছে। পুরোহিতকে ডেকে অন্যান্য দ্রব্যের ফর্দ্দটা করে নিই। (প্রকাশে) পুরোহিত মহাশয় কোথায় গেলেন?

(নেপথ্যে) হুঁ—হুঁ—বিষ্ণু; আছি আছি—

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। আমি অনেক ক্ষণ এসেছি; তোমাকে ব্যস্ত দেখে কিছু বলি নি; সন্ধ্যা কচ্ছিলাম।

মুখো। বিলক্ষণ মহাশয়, পূজার আর দিন নেই, আপনি ত আচ্ছা নিশ্চিন্ত আছেন।

পুরো। ওহে মুখুজ্যে; তুমি ত জান না, যজমানের বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম হলে আমাদের কি নিদ্রা আছে। আমরা ত এক প্রকার নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসিচি। বসে বসে নস্য নিই আর কোন্ যজমানের বাড়ীতে কবে কি কর্ম্ম হবে, তাই ভাবি। আমরা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি; বিশেষ এ ঘরে। এখন একটা মস্যাধার ও লেখনী নিয়ে এস।

মুখো। সকল প্রস্তুত, বলুন।

পুরো। সিদ্ধিটা আগে লেখ, যেমন রীতি আছে; তার পর অন্যান্য দ্রব্য, যা তুমি জান, তা লেখ।

মুখো। এই লিখলেম, শুনুন,—বরণের বস্ত্র, আসনাঙ্গুরী, মধুপর্ক, সিন্দুরপেতে, শায় সাজ, আয়না চুখানা, কলাবউর বস্ত্র ও সাজ, পূজার বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, হোমের ঘৃত, সিদ্ধি পূজার তৈজস, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ্গুল,

দীপমালার প্রদীপ, ধুনচী, ঘট, তিজেল, কুশাসন, ফল মূলাদি উপকরণ এক দফা, আতপ তণ্ডুলাদি এক দফা, অন্যান্য বাজে দ্রব্য এক দফা, আর কি স্মরণ হয়, বলুন।

পুরো। হাঁ হাঁ—ওহে বলিদানের জন্য চারিটা নিখুঁত কুষ্মাণ্ড আনা চাই। আর বলছিলাম কি জান, (নস্য নিয়ে) বরণের বস্ত্র গুলা একটু—হা—হা—হা—(হাস্য) আর অধিক কি বলব। আর একটা কথা বলি, কল্য যেন আমাদের বাড়ীতে মৎস্যের মূল্য প্রেরণ করা হয়, মৎস্য ভক্ষণটা আবার দশমীর দিন না হলে হবে না। পূজাতে বরণ কত্তে যে নিয়ম আছে, তা করবে। আমি তবে, কার্য্যান্তরে যাই।

মুখো। আমিও বাজারে যাব।

উভয়ের প্রস্থান।

অন্তঃপুর।

গিন্নী, কুঞ্জলতা, মোহিনী, বিলাসিনী ও মধুরভার প্রবেশ।

কুঞ্জ। বলি, মা—এ বার পূজাতে আমাদের কি কাপড় ও গহনা হবে, জানতে পাল্লাম না?

গিন্নী। আমি ও কথা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তা তিনি বল্লেন, এবার মুক্তারামের প্রতি সমস্ত ভার হয়েচে। তা বাছা, তুই একবার তোর ছোট দাদাকে জিজ্ঞাসা করিস নে গা।

মুক্তারাম বাবুর প্রবেশ।

কুঞ্জ। (স্বগত) এই যে ছোট দাদা এসে উপস্থিত হয়েচেন; আমার ভাগ্যি ভাল। (প্রকাশে) বলি? হাঁ ছোট দাদা, এবার আমাদের কি কাপড় হবে গা?

মুক্তা। কুঞ্জ, তোমাদের কাপড় ও গহনার জন্য আমি চন্দন বিলাসকে কলকাতায় পাঠাইয়েছি। আজই তিনটার গাড়িতে আনবে; যে কাপড়, তা দেখ।

কুঞ্জ। ছোট দাদা, আমি যে একখানি কপালকুণ্ডলা আনতে বলেছিলাম, তা বুঝি ভুলে গেচেন।

মুক্তা। না ভুলিনি—লিখে দিইচি।—কুঞ্জ, আমার পানের ডিপেটা কৈ?

কুঞ্জ। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে) ঐ দেরাজের উপর রয়েচে; নিন গে।

মুক্তারাম বাবুর প্রস্থান।

কুঞ্জ। মোহিনী, তোর বন, এবার হয় ত জড়াও কান আনবে। ছোট দাদা তোকে যে ভাল বাসেন, তা না দিলে তবে কেন, বল।

মোহি। আমি যদি জড়াও কান পাই, তবে তুমি ও বড় দিদী কেন বাদ যাবে। তোমাদের সংসারের ত এমন রীতি নয়

যে, এক জনা এক দ্রব্য পাবে আর অন্য জন বঞ্চিত হবে। এমন স্থবার। আমি বড় বড় বাড়ীতে দেখিনি। এতে ঘরে ঝকড়া বা দ্বেষাদ্বেষ হয় না, ভেয়ে ভেয়েও মন ভাঙ্গে না। এটী বড় স্থখের বিষয়, বন।

বিলা। যে ঘরে ঝকড়া নেই, সে তো সোনার সংসার। আমরা না কল্লে চির কালই এই রূপ থাকবে।

মধু। (স্বগত) আহা—যার ভাল হয়, তার সবই ভাল। এমন সংসার আর নেই। আমি কখন এ বাড়ী ছাড়ব না। এ দেহ—

কিবা স্থনিয়ম কিবা স্থখের সংসার।
কিবা রীতি নীতি কিবা আচার ব্যাভার॥
যেমন দুহিতা পুত্রবধূও তেমন।
পুত্র দুটী সেই মত গুণের ভাজন॥
চঞ্চলা কমলা অনুকূলা যার প্রতি।
সকলি সুন্দর তার শুদ্ধ সত্যে মতি।
জুড়ায় নয়ন মন দেখে ব্যবহার।
সোনার সংসার এই সোনার সংসার॥

মহন্তের কাছে থাকার কত গুণ, তা জানতে পাচ্চি—কত দেখচি, কত শুনচি। (প্রকাশে) ও গো, এখন সকলে চল, পূজার কাজ কর্ম্ম করিগে। কাজের ত সংখ্যা নেই, বল কি বাছা, একটা দুর্গোৎসবের কাণ্ড; চল, চল।

সকলের প্রস্থান।

বৈঠক খানা।

চন্দন বিলাসের প্রবেশ।

চন্দ। (স্বগত) ওঃ, আজ বৈঠক খানায় কি গোল! এই যে মুক্তারাম বাবু আতর গোলাপ কিনচেন; ঐ মুহুরিরা সব বার্ষিকের ফর্দ্দ কচ্চেন; এই যে, দেওয়ানজী মহাশয়, বাজে লোকের জন্যে কাপড় কিনচেন। বাঃ, কি আনন্দ! এই যে, যাত্রাওয়ালারা ও বাদ্যকর দল বায়না নিয়ে গেল। আহা, আমি উপস্থিত থাকলে কিছু দস্তুরী পেতাম; এখন হাত নেই। যাই, ছোট বাবুকে

কলকাত্তার খপর বলিগে। (প্রকাশে) গুড্‌মর্‌নিং ছোট বাবু—

ছোট বাবু প্রভৃতির প্রবেশ।

মুক্তা। আরে এস এস, চন্দন বিলাস এস, তরে কখন এলে বল। সব মঙ্গল ত?

চন্দ। এই তিনটার গাড়িতে এলাম। শরীরের কোন ক্লেশ নেই। কাজ কর্ম্ম এক প্রকার সব সমাধা করে এসেচি।

মুক্তা। দেওয়ানজী,—

দেও। আজ্ঞে-

মুক্তা। বলি, রেল্‌ওয়েতে আমাদের কি উপকার হয়েচে, তা বলা যায় না। এতে কি ব্যবসা, কি গমনাগমন, সকল বিষয়েরই সুবিধা হয়েচে। ওঃ, মনে করে দেখ দেখি, এই পূজায় পূর্ব্বে কলিকাতা হতে বাড়ী আসতে আমাদের কত দেরি ও কত উৎপাত উপস্থিত হত! এ কাজটী ইংরাজ রাজ্যের প্রধান কাজ।

দেও। আমরা নানা টেক্স পীড়ন যে সহ্য করি, তার কারণই এই। বড় সুখে থাকা যাচ্চে। টেলিগ্রাফ্‌টার খপরই কি কম আশ্চর্য্য!

চন্দ। টেলিগ্রাফের বিষয়টা আরও আশ্চর্য্য! আজ আমি যা দেখে এলাম তার তুলনা নেই!

মুক্তা। কি হে ব্যাপারটা কি?

চন্দ। আজ্ঞে, সে কথা আর কি বলব। (এই দেখুন এখনও গাটা কাঁটা দিয়ে উঠচে।) আমি আজ কাজ কর্ম্ম সেরে হাবড়ার ঘাটে বসে আছি। (তখনও টিকিটের ঘণ্টা দেয় নি) এমন সময় তারের উপর সন সন শব্দ হতে লাগল—তা, আমি বুদ্ধিমান কিনা, অমনি উপরের দিকে নজর কল্লাম, দেখি, দ্রুতবেগে এক খান চিটী চলে গেল!! দেখতে দেখতে আর নজর হল না।

জামা। (স্বগত) এটা কি নিরেট মূর্খ; এটার কাণ্ডজ্ঞান নেই; আবার মুক্তারাম বাবু

একেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন। (প্রকাশে) বিলাস বাবু, এমন কথা আর কোথাও গল্প কর না, অলীক কথা বলে ছোট বাবুকে সন্তুষ্ট রাখতে চাও কেন? ছি, ছি, ছি—

চন্দ। (সক্রোধে) অলীক কথা, আমার চখের দেখা, আর আপনি বলেন, কি না মিথ্যা, কি—ভ্রম!

জামা। আমার ভ্রম, না তুমি ভ্রমে মজে আছ?

মুক্তা। কেন বৃথা বিতণ্ডা কর হে। বিলাস, কলকাতার নূতন খপর কি বল।

চন্দ। নূতন খপরের মধ্যে এ বার চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন রাজা নরসিংহ রায়ের চিতপুরের বাগানে হিন্দুদিগের একটী জাতীয় বিধান মেলা হয়ে গেচে। তাতে বড় সমারোহ হয়েছিল।

জামা। কি নূতন খপরই বলেচ, এ সংবাদটী এখনও সহরের বাইরে আসে নি। (হাস্য)

মুক্তা। (বিরক্ত হইয়া) যাক, আর ও

কথায় কাজ নেই। চন্দন বিলাস কলকাতার সব বরাত তো আনা হয়েচে?

চন্দ। হঁা——(স্বগত) শিবনাথ বাবু না গেলে আমি কিছুই কত্তে পাত্তাম না। কোথা কোন জিনিস বিক্রী হয়, তাও জানি নে। তা, হলে হয় কি, চালাকিতে সব মেরে দি। (প্রকাশে) মহাশয়, আমি যখন গেচি, তখন কোন কাজ কি বাকি থাকে, বিলাস শর্ম্মার (বিষ্ণুঃ) দাসের কি অসাধ্য আছে, (হস্ত নাড়িয়া) তা জানেন?

জামা। অর্থ দিয়ে জিনিস কিনেচ, তাতে এত স্পর্দ্ধা কেন, অবিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হলে কি তার সকলই দোষ হতে হয়।

চন্দ। আপনি সদাই আমার প্রতি খিট খিট করেন কেন? আমি কথা কৈলে আপনার গায়ে সয় না। বিদ্যাভূষণ সদাই অমনি করেন। আমি কি তোমাদের পাকা-ধানে মই দিইচি।

জামা। যে যেমন, সে তেমনি থাকলেই ভাল দেখায়।

মুক্তা। কেন আর বৃথা বিতণ্ডা কর, চল হে বিলান, আমরা জলযোগ করিগে।

জামা। আপনাকে যেতে হবে না, আমিই যাই। আপনি ত ওকে মাথায় তুলেচেন।

ক্রোধে জামাই বাবুর প্রস্থান।

মুক্তা। ওরে ভগা,——

ভগার প্রবেশ।

ভগা। আজ্ঞে——

মুক্তা। খাবার দিয়ে যা। (খাদ্য দ্রব্য আনয়ন)

চন্দ। ছোট বাবু, আর একটু আনারের সরবত দেন ত; শরীরটা জুড়ুচ্চে। (পান) হাঁ, ছোট বাবুকে একটা কথা বলছিলাম,—

মুক্তা। কি হে?

চন্দ। আমার ওয়াইফের একান্ত ইচ্ছে যে, পূজাতে আপনার বাড়ীতে আসেন। বিদ্যাভূষণের স্ত্রী আসেন কি না, তাই তিনি বলেন, আমাকে নিয়ে যান না কেন?

মুক্তা। বেস ত খুসির বিষয়। আমি অবশ্য কাল পাল্‌কী পাঠাব, তুমি তাঁকে নিশ্চয় পাঠাবে।

চন্দ। নেবর্‌ মাইন্‌ ছোট বাবু, আমাকে বেশি বলতে হবে না। এত ঘর, এখানে আনতে আবার লজ্জা কি? এখন চলুন, পূজার কি হল, কি না হল, দেখিগে।

নেপথ্যে বাদ্য।

মুক্তা। কিসের বাদ্য হে?

চন্দ। শ্রী আনতে যাচ্চে।

মুক্তা। কে, কে?

চন্দ। চলিল কামিনী করি রমণীয় বেশ।
সাজিল শুভদায়িনী সুন্দরীর শেষ॥
উত্তম রূপসী তিলোত্তমা সাধে সাজি।
চলিলা দক্ষিণাকালী মহানন্দে আজি॥
বরদা বরবর্ণিনী আর সুলোচনী।
সৌদামিনী শশিমুখী কুলের রমণী॥
গিরিবালা শিরে ডালা সাজিয়া সোহাগে।
মুক্তকেশী বিলাসিনী তার বাম ভাগে॥

চেয়ে দেখ চাঁদের উদয় সারি সারি।
চন্দন বিলাস বলে হই কাঁথা ধারী ॥

মুক্তা। চন্দন বিলাস, পয়ার বান্দাও অভ্যাস আছে, ভাল ভাল। কিন্তু এ প্রথাটা (স্ত্রীলোক গুলার নেক্তে গুজে স্ত্রী আনা উপলক্ষে পথে পথে বেড়ানটা) অত্যন্ত মন্দ। এ দেশে এ কুপ্রথা থাকা আর ভাল দেখায় না। যত শীঘ্র এ কুপ্রথা উঠে যায়, তার চেষ্টা করব।

চন্দ। আপনি চেষ্টা কল্লে গাছে চাঁদ ফলাতে পারে—তা এ কোন বিচিত্র কথা। এখন চলুন।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

পূজার দালান।

সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

সার্ব্ব। বিদ্যাভূষণ, অধিবাস করে পুরোহিত গেচেন কি?

বিদ্যা। আজ্ঞে, গেচেন। কাল অতি প্রত্যূষে পূজা কত্তে আসবেন, তাই সকাল করে শয়ন করেচেন।

সার্ব্ব। মুখুজ্যে এখনও বাজার থেকে আসেন নি? কি আশ্চর্য্য!

বিদ্যা। তাঁর বড় অপরাধ নেই। একটা দুর্গোৎসবের কাণ্ড, বলেন কি? কাজের ত সীমা নেই। মুখুজ্যে কাছে নেই, বলতে কি, অমন তর কাজের লোক অতি কম

দেখিচি। আপনার লোকের অভাব নেই সত্য, কিন্তু উনি যে দিকে না যান, যা না দেখেন, তাতেই গোল। ঐ যে—ঐ মুখুজ্যে আসচেন।

সার্ব্ব। কেন হে মুখুজ্যে, এত বিলম্ব কেন? তুমি এক কাজে এত দেরি কল্লে চলবে কেন? আজ সব কাজ সেরে রাখতে হবে, কাল অতি প্রত্যুষে পূজা আরম্ভ হবে, জান।

মুখো। মহাশয়, বিলম্ব কি সাধে হয়, বাজারে যে গোল, কার সাধ্য যে দ্রব্যাদি কেনে। একে এ বার অজন্মা, তাতে আমদানি কম, তার উপর আবার বড় পূজা, জিনিস পত্র মাগ্গির একশেষ। লোকের কি গোল! প্রত্যেক দোকানে লোকারণ্য, বিশেষত কাপড়ের দোকানে ত প্রবেশ করবার জো নেই—কি ধনী, কি ছোট লোক, সকলেই কাপড় কিনচে; কেউ ত নিরানন্দ নয়—দোকানীর অবসর মাত্র নেই। আমি অনেক ক্লেশে কাপড় গুলি পেলাম। ছানার বাজার এত চড়েচে যে

অপকৃষ্ট ছানাও দেড় সের বৈ পাওয়া যায় না। তরকারি আহরণ করা অল্প কষ্টে হয় নি। নারিকেল তেলের জন্য চারি ঘণ্টা বেড়াতে হয়েচে, বাতিই কি পাওয়া যায়, তা এখন আমি সব কাজ সেরে এইচি, আর কোথাও যেতে হবে না। এই যে সামিয়ানাটা বেস টাঙ্গান হয়েচে। তবে রচনার বড় বড় সন্দেশ ও মেঠাই গুলা টাঙ্গাতে বলে দিন।

সার্ব্ব। ওহে এক বার তোমার ভাঁড়ার ঘরটা দেখা যাকেগ চল। (ভাঁড়ার ঘরে গিয়া) হাঁ—দ্রব্য সমস্তই আয়োজন হয়েচে। মিষ্টান্নও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ হয়েচে। পূজার দ্রব্যও! বেস বেস মুখুজ্যে, উত্তম আয়োজন হয়েচে,—বিদ্যাভূষণ, তুমি এক বার পূজার দ্রব্যাদি দেখ দেখি, কি আছে কি নেই—এই প্রশস্ত পাত্রটা দেখ।

বিদ্যা। হাঁ—দেখি, (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) হাঁ—এই যে গন্ধ, মহী, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক সিন্দূর,

শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থক, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ, সমস্তই দেওয়া হয়েচে। শ্রীটিও রীতিমত আছে। কোন দ্রব্যেরই অপ্রতুল নেই। উত্তম আয়োজন হয়েছে। ভাল ভাল, তবে চলুন।

সকলের প্রস্থান।

একটী একতালা গৃহ।

চন্দন বিলাস ও হরিমতির প্রবেশ।

চন্দ। (তামাক খাইতে খাইতে) হরিমতি, শুনেচ?

হরি। কি! কি! বলনা।

চন্দ। ছোট বাবু তোমাকে পূজাতে নিয়ে যাবেন। এখনি পাল্কী আসবে। দেখ, কত দূর কল্লাম।

হরি। (মৃদুস্বরে) আমরা সামান্য গৃহস্থের মেয়ে, বড় মানুষের বাড়ীতে গিয়ে কি রূপে চলতে হয়, কেমন করে কথা কয়, কিছুই জানি নে। পাছে অপ্রতিভ হই, তাই

এক জন হরকরা ও পাল্কী লইয়া
চারি জন বাহকের প্রবেশ।

হর। বাবু, ওগো বাবু,—

নেপথ্যে কেও?——

হর। আজ্ঞে, ছোট বাবু পাল্কী পাঠয়েচেন, দ্বার খুলুন। (দ্বার উদ্ঘাটন)

চন্দন বিলাস ও হরিমতির প্রবেশ।

হর। বাবু, আপনার জানানাকে ছোট বাবু এয়াদ করেচেন।

চন্দ। আচ্ছা—(হাস্য বদনে) বস, বস, তিনি আসচেন। (সকলের উপবেশন)

হরি। (সজ্জা করিয়া) নাথ, তবে যাই।

চন্দ। হাঁ, দুর্গা বলে (জিহ্বা কাটিয়া) হরকরাটা শুনলে নাকি। মর—ঈশ্বর বলে যাত্রা কর। প্রিয়ে, গিয়ে আবার ফিরে এলে যে?

হরি। ছোট বাবুর ত নিতে পাঠান নয়, তোমার সঙ্গে তামাসা করেচেন।

চন্দ। কি হয়েছে—কি ?

হরি। ঐ দেখ না, এক খানা দুওরভাঙ্গা পাল্কী পাঠয়েচেন। আমি পাল্কীতে উঠতে গিয়ে দেখি এক খান দুয়র নেই।

হর। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না গো, দুয়ার আছে, এই, আসুন। বোহারা, পাল্কীর বাড় খুলে দে না। এস গো,— মাঠাকরুন ?

চন্দ। (স্বগত) বেটী (ছি ছি) হরিমতি আমার মাথাটা খেয়েচে। লজ্জায় বাঁচিনে যে, পাল্কীর বাড় আছে, তাও জানে না। জানবেই বা কেমন করে ! ও পাট ত হয় নি। যা হক্, কাজটা অন্যায় হয়ে গেল। সেরে নিতে হল। (প্রকাশে) হরকরা, তুই কেমন বেআদব বেহারা এনেচিস ? পাল্কীর বাড় খুলে রাখে না; জানিস না যাওয়া হবে না। আমি পরে ছোট বাবুকে সব বলব।

হর। (জনান্তিকে) পথও খারাপ করবে, আবার চকও রাঙাবে—পরাধীনতা কি যন্ত্রণা ! উচিত কথা কবার জো নেই।

(প্রকাশে) না মহাশয়, রাগ করবেন না। ওরা মূর্খ লোক জানে না; এই দুয়ার খোলা আছে, আসতে বলুন। আমরা ভৃত্য, আমাদের উপর কি রাগ কত্তে আছে?

চন্দ। ধরম সিং, তুমি বড় বিশ্বাসী ও পুরাতন চাকর; তুমি বড় ভাল। হরিমতি যাও, যাও।

হরিমতির প্রস্থান।

চন্দ। (মহানন্দে)

কে আছে এমন কেটা পারে হেন কাজ।
দিনে সেবি দেবী রাত্রে ব্রাহ্মের সমাজ॥
ক খ কভু শিখি নাই পড়ি নাই পুথি।
কথায় কথায় কিন্তু বলি ভবভূতি॥
কে পারে চিনিতে মোরে কার হেন সাধ্য।
মধু মাখা বাক্যে করি শত্রুকেও বাধ্য॥
গপ্পেতে গগন ফাটে হাসিতার সঙ্গে।
কেহ কি দেখেছে হেন এই রাড়ে বঙ্গে॥
দেখিবে কেমনে বিধি আর গড়ে নাই।
পক্কান্ন পরমানন্দে খাইব রে ভাই॥
যাই পূজা বাড়ী যাই।

চন্দন বিলাসের প্রস্থান।

অন্তঃপুর।

বিলাসিনী, কুঞ্জলতা ও মোহিনীর প্রবেশ।

কুঞ্জ। (হরিমতিকে পাল্কী হইতে নামাইয়া) এস এস, বউ এস, তোমাকে দেখিবার জন্যে বন, বড় সাধ ছিল। ছোট দাদাকে কত দিন বলেচি। সুযোগই হত না, আজ বন, মনের সাধ মিটল। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া মুখ দর্শন।)

বিলা। আহা, খাসা মুখ, দিব্যি ভুরু, চক্ষের টানই বা কেমন, উত্তম শ্রী!

মোহি। দিদি, দেখেছ ত, বর্ণটী সম্পূর্ণ উজ্জ্বল না হলেও মেটে মেটে রঙ্গে কেমন সেজেছে। গহনা গুলিও মন্দ নয়। এস এস বউ, তুমি হচ্ছ বিলাস বাবুর স্ত্রী।

হরি। আমাকে বেসী আদর কত্তে হবে না। আমাদের বড় ভাগ্গি তাই আপনারা স্নেহ করেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদেই আমাদের সব। আপনাদের অন্নে শরীর। আমাদের তিনি সদাই আপনাদের সুখ্যাতি

করেন। বিশেষত ছোট বাবুর নাম হলেত তাঁর লাল পড়ে।

কুঞ্জ। ছোট বউ, তুই বুঝি মারকুলি হলি, তা দেখিস, যেন বিক্রী হয়ে যাসনে।

মোহি। তুমি পাকা কৎবেল, তোমার যে গন্ধ ছুটেছে, তাতে কত লোকের লাল পড়চে। মারকুলি ত ধাত বিশেষে খাটে না। তুই বন সকল ধাতে—(হাস্য)

বিলা। ছি ছি, তোমরা হেসে বউকে অপ্রতিভ কর কেন। বউ, উপরে এস।

হরি। কথাটা বুঝি ভাল বলি নি? (অপ্রতিভ)

নেপথ্য হইতে ওমা কুঞ্জ, বউকে ভাল করে বাড়ী ঘর দেখাও গে।

কুঞ্জ। মা, তাই কচ্চি গো, বউটী বড় ভাল।

শুনেছিনু দেখিয়া হইনু পুলকিত।
বিধির এ বিধি দেখে কেনা আনন্দিত॥
যে যেমন সে তেমন কেমন মিলন।
রতনে রতন এ যে রতনে রতন॥

বউ এস, উপরে এস।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

একটী অট্টালিকা।

গঙ্গাহরি ও রামপ্রসাদের প্রবেশ।

রাম। নমস্কার মহাশয়।

গঙ্গা। মহাশয়, মহাশয়, বসুন, তবে আপনাদের কাছারি বন্দ হয়েচে কি ?

রাম। হাঁ, কাল এজলাস করে বন্দ হয়েছে। এবার দেড় মাস। সে যাক, বলি যাবার কি কচ্চেন ?

গঙ্গা। সকল প্রস্তুত, দ্রব্যাদি যা কিনতে হয়, সমস্ত নেওয়া হয়েছে। এখন জগদম্বার ইচ্ছে, শীঘ্র নৌকা করে এলে হয়। তত ক্ষণ দ্রব্য গুলা আপনি দেখুন না। (দ্রব্যপ্রদর্শন)

রাম। হা—এই যে কাপড়ের একটা

দোকানই কিনে ফেলেচেন। পরিবার অনেক, এ সব না কল্লে চলে না। ওঃ—বিনামাও ত কম নয়। ঐ টিনের পেটরায় কি আছে?

গঙ্গা। একটাতে ফল মূল, আর এক টাতে মাগিদের বরাত—মাথাঘসা, কর্ম্মভোগের কথা কন কেন? তা যা হক, বলি জজ বাহাদুর কি গেচেন?

রাম। তিনি কাল সন্ধ্যার গাড়িতেই রওনা হয়েচেন। জিনিস পত্র লইয়া নাজির মহাশয় আজ প্রাতে নৌকায় যাত্রা কল্লেন। আমারও মনটা ছট ফট কচ্চে; একবার বেরুতে পাল্লে বাঁচি।

গঙ্গা। ঠিক কথা বলেচেন। যত দিন কাছারি বন্ধ না হয়েছিল, তত দিন এত উতলা হওয়া যায় নি। কাল ইস্তক আর মন স্থির হচ্চে না, কিছুই ভাল লাগচে না। ঐ দেখুন উকিল বাবুদের গাড়ি রওনা হল। আপনার বিলম্ব কি?

রাম। একটু বিলম্ব হবে। এখনও

সকল পার্ব্বণী আদায় হয় নি। এ বার্ষিকটে ছেড়ে যেতে পাচ্চিনে। অথচ মনটাও টেকে না। যাই, চেষ্টা করিগে। ঐ আপনার রতন ফিরে এসেচে।

রতনের প্রবেশ।

রত। (স্বগত) কি বিপদে পল্লাম। কর্ত্তা ত নৌকা নৌকা করে অস্থির হচ্চেন, ঘাটে নৌকা এক খানিও দেখলাম না। যা রেজাটে দু এক খান আছে, তাদের ভাড়ার কথা শুনে গা জ্বলে যাচ্চে। যা হক, বলে ফেলি। (প্রকাশে) মহাশয়, নৌকা পাওয়া ভার, যা আছে, তার ভাড়া বলে ডেড় শো!

গঙ্গা। এখন অমনিই বটে, চল দেখি, দেখিগে

উভয়ের প্রস্থান।

রেলওয়ে ষ্টেশন।

ব্যাগ হস্তে বেচারাম ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোব। ওহে এখনও টিকিটের বিলম্ব

আছে, চল, ঐ বট তলায় বসি গে। (বট-তলায় উপবেশন।)

বেচা। ভাই, পূজার সময়টা আমাদের কি আমোদের সময়! দেখ, বাজারে কি গোল, অম্বুরি তামাক, মাথাঘসা, মালা, চুননী [illegible] আক্রা হয়ে গেচে, কাপড় মেলা ভার! নৌকাতে, গাড়িতে, পাল্কীতে, রেল গাড়িতে কত লোকই বাটী যাচ্চে! আমাদেরও কত উৎসাহ হচ্চে। তা ভাই, তুমি কি কিনেচ বল দেখি।

গোব। আমাদের আবার পূজা! যাদের টাকা আছে, তাদেরই আমোদ, তাদেরই পূজা। আমাদের টেনে টুনে দু-কুড়ি সাত রাখা মাত্র।

বেচা। সে কি হে! আমি ত ও সব মনে করি নে। কর্ম্মস্থানে রেঁদে খাই, বাজার করি, আর যাই করি, দেশে গিয়ে কি গরিব আনা চেলে চলা হয়? তবে আর বিদেশে এত ক্লেশ সহ্য করি কেন?

গোব। দেশের লোকে জানে আমরা

চাকরে পুরুষ, কিন্তু আমরা যে ক্লেশে থাকি, তা কে জানে? কাজ মোক্তারি, কিন্তু হাকিমের সম্মুখে কখনও একটা কথা কহিতে পাল্লাম না। ফাকি দিয়ে পাস হয়েচি বটে, কিন্তু মক্কেলগণ ত বিদ্যে সাদ্যি জানে। প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাতে আর কত হবে; আবার বেশ্যালয়ে বাসায় কিনে পয়সা হবে বল। আমাদের 'নাম গোওয়াল কাঁজি ভক্ষণ।'

বেচা। তুমি কিছু বেশি বেশি ভাব। আমি ও সকল মনেও করি নে। এই দেখচ আমার মলিন বেশ, দেশে গিয়ে যদি একবার দেখ, তখন চিন্তে পারবে না, ফুলবাবু!

গোব। পূজাতে কি কি কিনেচ?

বেচা। পরিবারগণের জন্য মোটা মোটা, যা হক, এক খানা আদ খানা নেওয়া গেচে। আমার খরচ অনেক। এই দেখ, শিমলের ধুতি এক খানা, কলমের উড়নি এক খানা, ফরাসি ছিটের পিরান একটা, এক খানা সাবান, একটু আতর, এক জোড়া বিনামা,

এক খানা ক্ষুর। আরও খুচরা দ্রব্য কত আছে।

গোব। ক্ষুর খানা কেন?

বেচা। পাড়াগেঁয়ে নাপিত ভেড়েরা কামাতে বসে যে বাদাড়ি চুকিয়ে বসে, দেখে ভয় করে। তাই এই ক্ষুর তাকে দেব; নইলে বাবুয়ানা কি?

গোব। (রহস্য করিয়া) ভাই তোমার বাদাড়ি দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

বেচা। তবে বুঝি আমি গরু, তুমি এবার আমার কাছে ঠকলে,—খোল, জুত খোল।

গোব। (হাস্য করিয়া) ভাই, ঠকেচি। সে যাক, বলি তুমি ত এক রকম সেজে গুজেই বাড়ি যাচ্চ। আমি ভাই, ও সকল কিছু কিন্তে পারি নি। বিনামা জোড়াটা এবার বুরুস করেই সাল্লাম। ও হে ষ্টেশনে গোল দেখ, তবু অতিরিক্ত গাড়ি (স্পেশেল ট্রেন) তিন খান চালাবে! কত লোক হে! আজ টিকিট নেওয়া ভার, চল চেষ্টা করিগে।

উভয়ের প্রস্থান।

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘ। (স্বগত) ওঃ, আজ লোকের কি গোল! আমলা, মোক্তার, উকীল, সরকার, মাষ্টর, মুচ্ছুদ্দি প্রভৃতি সকলে কেমন আ-মোদে বাটী যাচ্চেন। সেরেস্তাদার বাবু কেমন আমোদ কত্তে কত্তে ও কত দ্রব্যাদি নিয়ে নৌকা যোগে বাটী গেলেন; তাঁদে-রই পূজা সার্থক। আমি ঝকমারি করে এ কাজে প্রবেশ করেচি,—এমন পূজাতেও ছুটি নেই। এই যে পেস্কার বাবুও রওনা হলেন। আহা, সম্বৎসরের পর বাটী যাচ্চেন, পরিবার গণের মমতা মনে মূর্ত্তিমান, তাঁরাও কত ব্যস্ত হচ্চেন, সাক্ষাৎ হলে পরস্পর কত আনন্দ লাভ করবেন! আমি কেবল পাঁজিতেই পূজা দেখচি। এ, কে আসে, রায় জি না——

গামছা স্কন্ধে ও হুঁকা হস্তে শ্যাম রায়ের প্রবেশ।

রাঘ। রায় জি না কি?

শ্যাম। হাঁ মহাশয়।

রাঘ। কোথা হে, এত ব্যস্ত কেন?

শ্যাম। রওনা হলাম। দেওয়ানজী মহাশয়ের নৌকাতেই যাচ্চি। তাঁরা সকলে নৌকায় উঠেচেন, কেবল আমার অপেক্ষা।

রাঘ। বাসায় কে রইল?

শ্যাম। এমন সময় কে থাকবে। চাবি বন্দ করা গেল। এ সময় কেউ কি বিদেশে থাকতে চায়? দেখচেন না, অজ পাড়াগেঁয়েরাও সহর ছেড়ে দেশে যাচ্চে। এ এক সময়। বাঙ্গালিদের এমন পরব আর কি আছে? এমন সময় বাটী না গিয়ে কি থাকা যায়, না কর্ম্মে মন লাগে? তবে তোমাদের পুলিসের কথা ছেড়ে দাও। ফৌজদারিও তাই। সে যা হক, ভাই, আমি এখন আর অপেক্ষা কত্তে পাচ্চি নে। বাটী হতে ফিরে এসে কোলাকুলী ও অন্যান্য আমোদ হবে। এখন আসি—নমস্কার।

রাঘ। নমস্কার, চল, তোমাদের নৌকা পর্য্যন্ত দেখে আসি।

উভয়ের প্রস্থান।

উদ্যান।

মাতঙ্গী ও শ্যামার প্রবেশ।

মাত। ও শ্যামা, আর শুনেচিস ?

শ্যামা। কি লো, তোর আবার বিয়ে হবে না কি ?

মাত। অলপ্পেয়েরা বিরুদ্ধাচরণ না কল্লে কি হত বলা যায় না। সে যাক, বলি ফুলমণির বাপ বাড়ী এয়েচে, তা শুনিচিস ?

শ্যামা। সত্যি ! বাঁচলাম বন ! কাল ফুলমণিদের বাড়ী গেছিলাম, মিন্সের আ-সতে দেরি দেখে, মাগী আর ছট ফট করে বাঁচে না। কত হরির লুট মেনে, কত সিন্নি মেনে, সত্যিনারাণের কথা মেনে মচ্ছিল, তা এখন বাঁচল, বন। বুড় বয়েসে এত কেন, ছেলের মায়ের আবার এত সাধ !

মাত। এমন কথা বলিস নে শ্যামা ! ওদের দুধ মরে ক্ষীর হয়েচে। ওর দোষ

কি বল। সম্বৎসরের পর এই দেখা। তাতে আবার বাড়ীতে পূজ! কর্ত্তা বাড়ী না এলে কি সাজে? মিন্সে কিন্তু বন, ওকালতী করে ভেলা ট্যাকাটা রোজগার কল্লে। এবার যে খান কতক গয়না এনেচে, দেখলে চক্ষু জুড়ুয়;—ডায়মনকাটের কি শোভা! সোণাটা অমনি টক টক কচ্চে। মাগী কপালে পুরুষের হাতে পড়েচে, ভাল সুখট করে নিলে।

শ্যামা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) আমাদের পোড়াকপালে চিরকালটা কর্ম্ম কল্লে; কিন্তু খেয়েই ফকির। নোয়ার নো হাতে; যাই নানা রঙের চুড়ি উঠেচে, তাই কত করে সম্ভ্রম রাখি। পূজয় বাড়ী এল, তা কেউ জান্তেও পাল্লে না। মোক্তারের টন্নি-গিরীতে আর কত হবে!

মাত। তা ভেবে আর কি হবে। বচ্ছরকার দিন আমোদ কর। ঐ দেখ, আ-বার কার পাল্কী আসচে—পাবি না, পেচনে পেচনে যাচ্চে?

শ্যামা। হাঁ, পাবিকে ডাক না।

মাত। পার্ব্বতী ঈ ঈ ঈ ———

পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পার্ব্ব। কেন ডাকলে? আমি বন, এখন দাঁড়াতে পারব না। যা বলবে শীগ্গির বল।

মাত। পাল্কীতে ও কে লা, পাবি?

পার্ব্ব। জজ বাবু বাড়ী এলেন। পালকীতে বড় বৌ মা।

শ্যামা। অনেক দিনের পর জজ বাবু বাড়ী এলেন। এবার পূজর খুব ঘটা হবে, বোধ হচ্চে। যাত্রা টাত্রা বায়না হয়েচে কি না, জানিস?

পার্ব্ব। তা আর তোমাকে বলতে হবে না। বড় বৌ মা আগে বোউ মাষ্টরের যাত্রা বায়না করে, তবে নৌকায় উঠেচেন।

মাত। রে পাবি, বলি ছোট বাবু বাড়ী আসবেন ত?

পার্ব্ব। কে জানে বন, ছোট বাবু যে কি কর্ম্মে গেলেন, তা জানিনে। এমন

পূজতেও ছুটী নেই। ছোট বৌ মা ত অঙ্গ ঢেলেচেন। কত বল্লাম, কত বুঝালাম, তা কি বোঝে বন? না ও হাবা মেয়ে। দেখতে যেন সাত পাঁচ জানে না, কিন্তু ওর পেটে পেটে বুদ্ধি। ওর দোষ কি বল। এ দিকে বড় বাবু এসে বৈঠক খানা জোড়া কল্লেন, ও দিকে মোক্সেফ বাবু ছোট বৈঠক খানায় মহা আনন্দ কচ্চেন, প্রতিবাসী সকল চাকরেই এ সময় বাড়ী এলো, তা ও কি থাকতে পারে বন? তবে বড় বৌমাকে এখন অনেক বোজাতে হবে। আমি বন, এখন চল্লাম।

শ্যামা। আ, মর, একটু দাঁড়া না। দুট কথাই শুনি।

পার্ব্ব। এখন কি গল্প করবার সময় গা। নৌকাতে যে কত সামগ্রী এয়েচে কি বলব। চার জনা বেয়ারায় তুলচে, মাঝিরা তুলচে, তবু ফুরুচ্চে না। আমি ত কেবল ছেলেদের জিনিস তুলচি। তোরা খানিক নদীর ধারে দাঁড়াস, ত দেখতে পাস,—কত ভদ্র লোক

বাড়ী যাচ্চেন। কেবলই লোক! রেল-গাড়িতে তবু কত লোক গেচে! আমি এখন চল্লাম। তোরা যাত্রা শুনতে যাস।

পার্ব্বতীর প্রস্থান।

মাত। শ্যামা, আমরাও কুঞ্জলতার বাড়ী যাই চ।

উভয়ের প্রস্থান।

পূজার বাটী।

প্রত্যুষে নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।

'হরে মুরারে' বলিতে বলিতে চণ্ডী ও পঞ্জিকা বগলে করিয়া পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। (স্বগত) আ—কি শুভ দিন, আজ সপ্তমী পূজা, আজ ধরাতল যেন আনন্দ ধাম হয়েচে, ভগবতী পার্ব্বতীর আগমনে মানবগণ আনন্দে মগ্ন, পূজার বাটী আজ স্বর্গ অপেক্ষা গৌরবান্বিত বোধ হচ্চে!

আজ গিরি পুরে আনন্দের সীমা নাই! আ—মার কি মধুর দর্শন, এখনও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি, তবু যেন প্রতিমায় অধিষ্ঠান হয়েচেন বোধ হচ্ছে! পূজার বাটী কেমন সুসজ্জিত করা হয়েছে,—যেমন মনোহর চন্দ্রাতপ, তেমনি রচনার শোভা, স্থানে স্থানে কেমন কৃত্রিম পুত্তলিকা, কেমন পতাকা, কেমন আশ্চর্য্য জ্যোতির্যুক্ত মুকুর! ঝাড় লণ্ঠনের কি শোভা, বহি স্তোরণের কি কান্তি, চিত্র কার্য্যের কি পরিপাট্য, নওবতের কি মিষ্ট ধ্বনি! আহা—যেমনি পূজার বাটী, তেমনি বিশ্রাম গৃহ, তেমনি হর্ম্ম্য, কি সজ্জা, কি শোভা, কি কার্য্য কুশলতা! অর্থের কি মহিমা,—আদেশ মাত্র সকল কাজই সম্পন্ন হয়েছে অথচ সুশৃঙ্খলার সীমা নাই! আ—নয়ন তৃপ্ত হল! (প্রকাশে) কোথা হে—বিদ্যাভূষণ,—

নেপথ্যে আসুন, আসুন।

বিদ্যাভূষণ ও তন্ত্রধারকের প্রবেশ॥

পুরো। বিদ্যাভূষণের স্নান হয়েচে নাকি?

বিদ্যা। অনেক ক্ষণ।

পুরো। তন্ত্রধারক কোথায়?

তন্ত্র। এই যে বসে আছি।

পুরো। তবে চলুন, অগ্রে বোধন ঘরের ব্যাপারটা সমাপ্ত করে আসি। (উভয়ে বোধন গৃহে উপনীত।)

তন্ত্র। (যথা বিধি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) বায়ু ও নৈর্ঋত কোণ ব্যতীত যে দিকের হয়, একটী যুগ্ম ফল যুক্ত শাখা চ্ছেদন করুন।

(পুরোহিত বিল্ব বৃক্ষকে স্তব করিয়া শাখা চ্ছেদন পূর্ব্বক তাম্র পাত্রে রাখিয়া দেবীর নিকট উপনীত। নেপথ্যে বাদ্য।)

তন্ত্র। শাখাটী সিংহাসনের উপরে স্থাপন করুন! ওহে মুখুজ্যে, কলা বউর সামগ্রী সকল কোথা?

মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

মুখো। সকল প্রস্তুত, এই পার্ব্বণ কাঁটী, আল্‌তা, রাঙ্গা সূতা, জোড়া বেল, সাটী, এই নব পত্রিকা—কদলী, দাড়িম্ব,

ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বেল, অশোক, জয়ন্তী; এই বন্ধন করিবার জন্য অপরাজিতা পুষ্পের লতা, এই লক্ষ্মী পাতিবার ধান্য, কড়ি প্রভৃতি সকল দেখে লন।

তন্ত্র। পঞ্চ গব্য ও পঞ্চামৃত কই?

মুখো। পুরোহিতের বাম দিকে ঐ পঞ্চ গব্য—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, গোময়, গোমূত্র। ঐ পঞ্চামৃত—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু, চিনি। পেলেন? এই ধূপ দীপ ধুনা; এই বিবিধ পুষ্প বিল্বপত্র। আমি নিকটে রহিলাম, যা চাবেন, দিব; এখন পূজায় বসুন।

পুরো। ভাল ভাল! ওঁ বিষ্ণুঃ (পূজারম্ভ)

তন্ত্র। শ্বেত সর্ষপ বিক্ষেপ করে পিশাচগণকে দমন করুন। মাস ভক্ত বলিটা নিবেদন করুন। পরে 'মাতর্মাতঃ' এই মন্ত্রটা পাঠ করুন। কল্লেন, তার পর নব পত্রিকা ও বিল্বশাখাকে স্নান করাইয়া পূজা করুন।

পুরো। কল্লাম।

তন্ত্র। বিল্বশাখা ও প্রতিমাতে চামুণ্ডার

পূজা করুন। প্রতিমা ও নবপত্রিকাকে পীঠোপরি স্থাপিত করুন।

পুরো। হয়েছে ; তার পর ?

তন্ত্র। ভূতশুদ্ধি, অর্ঘস্থাপন, পঞ্চদেবতার পূজা ও ঘট স্থাপন করুন। ঐ বিল্ব শাখাটী তাম্র পাত্রে রাখিয়া ঘটের উপরে রাখুন।

পুরো। রাখলাম, তার পর ?

তন্ত্র। স্থিরীকরণ পূর্ব্বক চক্ষুর্দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান করুন।

পুরো। (চক্ষুর্দানাদি করিয়া গম্ভীর স্বরে)

জটাজুটসমযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং।
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং।
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে দদ্যাৎ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকংপূর্ণচাপং চ পাশমঙ্কুশমেব চ।

ঘণ্টংবা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বৎ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ দানবংখড়্গপাণিনং।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং।
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটীভীষণাননং।
সপাশং বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণংপাদং সমংসিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততংপরিবেষ্টিতাং।
চিন্তয়েজ্জগতাংধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং॥
(জটাজূট সমাযুক্তা ভালে অর্দ্ধশশী।
অতসী কুসুম বর্ণা পরম রূপসী॥
ত্রিনয়না পূর্ণচন্দ্রাননা সুলোচনা।
সালঙ্কারা সুপ্রতিষ্ঠা নবীনযৌবনা॥

রুচির দশনা কিবা নাসিকার শোভা।
হেরম্বজননী দুর্গা হর মনোলোভা॥
পীনোন্নত পয়োধরা ধরাধর সুতা।
ত্রিগুণ অতীতা কিন্তু সর্ব্বগুণ যুতা॥
সুত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমতী ভবের গেহিনী।
মহিষাসুর মর্দ্দিনী মহেশ মোহিনী॥
কি সুতীক্ষ্ণ অসি কিবা ভীষণ ত্রিশূল।
চক্র যার আক্রমণে অরাতি নির্ম্মূল॥
শক্তির প্রহারে মুক্তি না হয় কাহার।
কে আছে সংসারে সহে বাণের প্রহার॥
বাম করে শোভা করে বিচিত্র খেটক।
অরাতির আক্রমণ করিতে আটক॥
অধিজ্য ধম্বনী দেবসেনানী জননী।
অব্যর্থ পাশ অঙ্কুশ কুঠার তেমনি॥
ঘোর রবে ঘণ্টা বাজে ব্যাপি দশ দিশি।
সকোপে মহিষে নাশি মহেশ মহিষী॥
দুর্দ্দান্ত ও দুরাধর্ষ দানবে নাশিতে।
সিংহে দেখাইছ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে॥
কি বিকট বেশ কিবা দুর্জ্জয় অসুর।
রক্তরক্তীকৃত অঙ্গ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর॥

রক্ত বিস্ফুরিতেক্ষণ ভ্রূকুটী ভীষণ।
না হয় কাতর করি রুধির বমন॥
নাগপাশে বদ্ধ অঙ্গ তবু নহে ত্রাস।
এত যে প্রহার তবু বল নহে হ্রাস॥
বাম পদে পীড়িতেছ মহিষ অসুরে।
সিংহ পৃষ্ঠে অন্য পদ রেখেছ ত্রিপুরে॥
চারি দিকে স্তুতি করে যত দেবগণ।
সচন্দন বিল্বদল কর না গ্রহণ॥)

ওঁ—হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। হুঁ—ওহে, ঐ মূল নৈবেদ্য খানা আমার পাওনা, ও খানা পৃথক করে রাখ। ওঁ বিষ্ণুঃ—তার পর?

তন্ত্র। হল? তারপর মানস পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করত দেবীকে আবাহন করুন এবং বিশেষ অর্ঘ স্থাপনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করুন।

পুরো। হাঁ—এই ত ক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণপতি ও অন্যান্য সকলের পূজা সাঙ্গ হল। এখন বলিদান করিবার উদ্যোগ করা হউক। সার্ব্বভৌম মহাশয় কোথায়?

সার্ব্বভৌমের প্রবেশ।

সার্ব্ব। আমি আপনার নিকটেই আছি। মুখুজ্যে, ঘিয়ের প্রদীপটা দেখ। পুরোহিত মহাশয়, আপনি খড়্গ ও কুষ্মাণ্ডটা উৎসর্গ করে দিন। ভাগ্যধর, তোমরা কোথা হে?

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।)

ভাগ্যধর বাবু প্রভৃতির প্রবেশ।

(সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাভূষণ চামর হস্তে করিয়া থামের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কেহ ধুনাচিতে ধুনা দিতে লাগিলেন। কেহ ঘড়ী, কেহ কাঁশর হস্তে লইয়া দাঁড়াইলেন। ভাগ্যধর ও মুক্তারাম বাবু প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান। ধুনার ধোঁয়াতে চণ্ডীমণ্ডপ পরিপূর্ণ। সকলে নীরব; কেবল পুরোহিত ও তন্ত্রধারকের মন্ত্রধ্বনি সকলের কর্ণ গোচর হইতে লাগল। কামার নির্ম্মাল্য ও খড়্গ লইয়া আস্তে আস্তে উঠানে নাবিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপ যেন গম গম কত্তে লাগল, মা যেন প্রতিমায় আবির্ভাব হয়ে দুলিতে লাগিলেন। কর্ত্তা

বাবু, জয় মা, বিদ্যা ভূষণ জয় মা, পুরোহিত জয় মা, বলিতে লাগিলেন। কামার চীৎকা-ররবে জয় মা বলিয়া, কুষ্মাণ্ডাদি ছেদন করিল।

চন্দ। (স্বগত) তবু কুমড়—পাঁটা হলে গগন ফেটে যেত।

(পরে আরতি।)

সার্ব্ব। ভাগ্যধর ও মুক্তারাম, তোমরা চামর লয়ে প্রতিমার উভয় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বীজন কর, মুখুজ্যে, খুব ধুনা দাও, চন্দন বিলাস শঙ্খ বাজাও। (ক্রমে জয়ধ্বনি ও হলু হলু ধ্বনি। জয় দুর্গে বলিয়া সকলের প্রণাম।)

পুরো। সার্ব্বভৌম মহাশয়, পুষ্পাঞ্জলি দিন।

সার্ব্ব। মন্ত্র বলুন।

(পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ, কর্ত্তার পুষ্পাঞ্জলি দান। ক্রমে মোহিনী, কুঞ্জলতা ও কর্ত্রীর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান।)

মুখো। বিদ্যাভূষণ মহাশয়—

বিদ্যা। কেন হে,

মুখো। বলিদানের প্রথাটা আপনার মতে ভাল কি না? পশু বধ অনেক স্থানে প্রচলিত আছে।

বিদ্যা। কোন কোন মতে পশু বধের বিধি আছে বটে, কিন্তু অনেক শাস্ত্রে নিষেধও দেখা যায়। যে কাজে অনেক মত ভেদ ও যাতে অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ রূপ প্রসন্ন হয় না, সে কাজটা না করাই ভাল।

চন্দ। হাঁ—আমাদেরও 'ইন্সিটিউশনে' ওই বলে।

বিদ্যা। (সক্রোধে) 'সহজ জ্ঞানে' এই বল্লেইত হয়। বাঙ্গলার সঙ্গে ইংরাজি মিশন এ একটা নূতন রোগ হল, দেখ্‌চি। অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকের এটী মারাত্মক রোগ।

চন্দ। (লজ্জায়) আজ্ঞে—জ্ঞে—জ্ঞে—বল্লে, (ঢোক গিলতে গিলতে মস্তক চুলকাইতে লাগিল।)

মুখো। ওরে, সব সর, সর।

বিদ্যা। কেন, ভোগ আসচে না কি?

তবে পরদাটা ফেলে দাও হে। (যবনিকা পতন।)

চন্দন বিলাস ও অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

অপরাহ্নে চন্দন বিলাসের প্রবেশ।

চন্দ। (স্বগত) উঃ—এখনও লোকের কি গোল। কেউ খাচ্চে, কেউ খাবার জোগাড় কচ্চে, উচ্ছিষ্ট ময়, পা বাড়াবার স্থান নেই, পূজা ত এই রূপই কত্তে হয়, নইলে ছুট মেচো শশা, আর দু ছড়া ঠটে কলা দিয়ে যারা পূজা করে, তাদের খালি যোগে যাগে পূজার দালানে সন্ধ্যা দেওয়া মাত্র। উঃ—কত কাণা খোঁড়া খাচ্চে, কত লোকে বাবুদের আশীর্ব্বাদ কচ্চে! আমিও এমনি পেট ভরে খিচড়ি খেইচি যে, এখনও খিদের নামটীও নেই। ওঃ, দুয়োরে এঁটো পাতের যেন পর্ব্বত হয়েচে! কুকুর গুল খেউ খেউ করে মল। (প্রকাশে) ওরে ও বেহারা, বেলা গেল যে, আলোর জোগাড়

কর না। ঐ তিন সার ঝাড় আগে সাজা। তার চারি দিকে গোল লণ্ঠন দে।

বেহারার প্রবেশ।

বেহা। আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন! বসে দেখুন না।—আমি সব সাজাচ্চি।

চন্দ। ওঃ, বেহারাটা কি কাজের লোক, দেখতে দেখতে সব প্রস্তুত কল্লে, বাঃ, আলোর কি খুবি, প্রতিমার কি শোভা হল; ওরে বেহারা, এত মেয়ে মানুষ আসচে কেন রে?

বেহা। (জনান্তিকে) বাবুর বিদ্যে আমাদের চেয়েও যে বেসি, কেবল ভাঁটা সার, এমন সময় মেয়ে গুলা কেন আসচে তাও জানেন না। (প্রকাশে) আজ্ঞে, আরতি দেখতে।

চন্দ। তবে আয়, মুক্তারাম বাবুকে বলিগে।

উভয়ের প্রস্থান।

অন্তঃপুরের দালান।

কুঞ্জলতা, মোহিনী, হরিমতি প্রভৃতির প্রবেশ।

মোহি। ওগো, তোমরা কি কচ্চ? আরতির সময় হল যে, তোমাদের কাজ আর সারা হয় না।

কুঞ্জ। তাই ত বন দেখ না,—

আরত্তি দেখিতে মতি থাকে যদি আয় না।
বিলম্ব সহে না সখী সাজ সাজ সাজ না॥
বাজিছে নানা বাজনা শ্রবণে কি শোন না।
সাজিছে সঙ্গিনী যত আভরণে দেখ না॥
তোমরা কি কিছু ব্যানে মনে সাধ কর না।
অবাক হয়েছি বাক সরে না গো চল না॥

মোহিনী। তুই নেনা, শীগ্গির নেনা, মুক্তার মালা গাছটা পর।

মোহি। মুক্তা তোমাকেই সাজে।

কুঞ্জ। তা হলে তুই কি আর পাস না।

মোহি। না হয় ফিরে নাও।

কুঞ্জ। তুই কি তবে ভেক নিবি না কি। (হাস্য)

বিলা। তোমাদের এখন আর রসিকতায় কাজ নেই—চল, চল।

কুঞ্জলতা প্রভৃতির প্রস্থান।

পূজার দালান।

কুঞ্জলতা প্রভৃতির প্রবেশ।

(আরতি ও নেপথ্যে বাদ্য।)

কুঞ্জ। পুরুত মহাশয় কেমন তদ্গতচিত্তে আরতি কচ্চেন। চামরের বাতাসে মুকুটের ঝালর গুলি কেমন দুলতেচে, কি শোভা!

কামি। (জনান্তিকে) শ্যামা, দেখ, আর দেখ—আরতি হয়ে গেচে, তবু হরিমতির জ্ঞান নেই—একবারে অজ্ঞান হয়ে দেখচে। এসব কাণ্ড কারখানা ত কখন দেখে নি। আ মরণ, লজ্জাও করে না।

শ্যামা। কামিনী, তোর বড় অন্যায় কথা, 'কোন কালে নাইক চাস, একেবারে আশ্বিন মাস' ভেবে দেখদেখি বন, কি ছিল কি হল, সেই ক্ষয়া নোয়া মনে হয় না কি?

কামি। 'এত সুখ কপালে ছিল, গাড়ুব

উপর গামছা হলো, তা বন, এমনি কি হ-য়েচে, দুখানা ফঙ্গবানি গয়না গায়ে দিয়ে বুঝি আর জ্ঞান থাকতে নেই—চল বন, চল আর অনৈরন দেখা যায় না।

উভয়ের প্রস্থান।

কুঞ্জ। মোহিনী, আয়না বন, ঐ দেখ, বৈকালি খেতে মেলা লোক আসচে। ছোট দাদা দেখলে মুখ করবেন।

মোহি। দাঁড়াও না বন, ঐ বাঘ ভালুক আসচে দেখে যাই।

কুঞ্জ। এখনও বাঘ দেখবি ?

মোহি। তোমার কাছে একটীও কথা কবার জো নেই ; চল চল।

কুঞ্জ। মর, রাগিস কেন. যাত্রা শুনতে হবে, তাতিই বলচি, একটু শুইগে চ।

সকলের প্রস্থান।

বৈঠকখানা।

শিবনাথ ও ভগ্যাধর বাবুর প্রবেশ।

ভাগ্য। শিবনাথ বাবুর আর দেখা পাইনে যে।

শিব। আপনার নিকট এসে আর কি করব, এখানে যে ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা। সে যাক, একটা কথা বলব বলব মনে কচ্চি।

ভাগ্য। কি বিষয়টা কি?

শিব। কালিয় দমনের যাত্রা টা কি আজও আপনার বাড়ীতে চলবে? তবে আর অন্যকে কি বলব। এ প্রথাটা কত মন্দ তা বলবার নয়।

ভাগ্য। ওটা আমি বিলক্ষণ জানি; তবে কি জান, কর্ত্তার অমতে কাজ কর্ত্তে পারি নে। তিনি বলেন, ওরা অনেক দিনের আশ্রিত, ওদের দুঃখিত করা ভাল নয়।

শিব। ভাল, অনেক দিনের আশ্রিত হলেই যদি তাকে দুঃখিত বা বিমুখ করা ভাল নয়, তবে পূজার দালানের পাশে যে অশ্বত্থ বৃক্ষটা ছিল, তা সেটা কাটা হল, পাছে দালানটা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সেটাও ত বহুকালের গাছ। তাতে মত হল কেন?

ভাগ্য। গাছ পালার কথা ছেড়ে দাও।

যোদ্ধা আমি ও যাত্রা তাড়াব। তবে এখন চল, রাত্রি হয়েচে।

উভয়ের প্রস্থান।

চন্দন বিলাস ও মুক্তারাম বাবুর প্রবেশ।

চন্দ। (স্বগত) বিদ্যা ভূষণটা এবার জব্দর এক শেষ হবে। যে মতলব করেচি, এতে আর রক্ষা নেই। তা যাই, সেম্‌পেন্‌ টেনে ছোট বাবুকে বলিগে। (প্রকাশে) ছোট বাবু কি করেন।

মুক্তা। এস হে বিলাস, তুমি না হলে যে মজা হয় না। দোরটা ভেজিয়ে দাও, দিয়ে গ্লাস নাও। (পান, আবার পান।)

চন্দ। ছোট বাবুকে একটা কথা বলব।

মুক্তা। কি হে?

চন্দ। আপনাদের বিদ্যাভূষণ ত বড় বিশ্বাসী, আমি সব জেনেচি। আমার কাছে আর কারু বুজ্‌রুকি খাটে না।

মুক্তা। কি বল না হে।

চন্দ। বলব আঁর মাথা—আবার না

বল্লেও চলে না। সে দিন বিদ্যেভূষণের বাড়ীতে কোন প্রয়োজন বশত গেচি, এমন সময় দেখি, তারা স্ত্রী পুরুষে কি পরামর্শ কচ্চে। আমি অমনি চেপে গেলাম—এক পাশে দাঁড়য়ে শুনলাম—শুনে ত আমার শরীর রাগে জ্বলে গেল। তাই আপনাকে বলতে এলাম। তখন গোল দেখে বলতে পারি নি। এখন কেউ নেই ত? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ।)

মুক্তা। কথাটা কি?

চন্দ। বলি। (গোপনে কানে কানে বলিলেন।)

মুক্তা। বটে! বটে! বিটলে বামুনের এমন দুর্ব্বুদ্ধি! এখনি তাকে জব্দ করব। (ক্রোধ)

চন্দ। এখন সময় নয়। একটু ধৈর্য্য ধরুন, স্থির হন।

মুক্তা। আচ্ছা, যখন তুমি বলবে, তখনি তোমার সঙ্গে যাব। ওঃ, কি বলব, গাটা জ্বলে যাচ্চে। (ক্রোধ) দাও, গ্লাশ দাও। (পান)

চন্দ। ছোট বাবু, বেড়ে গোলাপি গোছ নেসাটা হয়েচে। কেমন শানাই বাজাচ্চে শুনুন। ওরে শানাইদার, একটা পেনেটী গীত গা—একটা পেনিটী গা—শানায়ের গানের মধ্যে পেনিটীই মিষ্টি! গা—একটা গা।

মুক্তা। (উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া) পেনিটী কি হে? তোমার মনের ভাব বুঝি রেনিটী। (আবার হাস্য)

চন্দ। হাঁ—হাঁ—রেনিটী বটে—ওটা স্লিপ্ অব্ দি টং, দাও, গ্লাশ দাও। (পান। 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে।')

মুক্তা। ওরে—আমি চল্লাম, দোরটা ভেজিয়ে দে ত। (যবনিকা পতন।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

পূজার দালান।

সার্ব্বভৌম, পুরোহিত ও বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

পুরো। (কর্ত্তাকে) আজ শীঘ্র শীঘ্র এ দিকের কাজ কর্ম্ম সারতে হবে। সন্ধিপূজার গোলযোগ আছে। আমি পূজা সারলাম, এখন চণ্ডীপাঠ করিগে।

সার্ব্ব। বিদ্যাভূষণ, চণ্ডী পাঠের ফল কি এবং ইহার বৃত্তান্ত কি? বলুন দেখি, শুনি।

বিদ্যা। অতি পূর্ব্ব কালে সুরথ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে ও সমাধি নামে

বৈশ্য পরিবার কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়ে বনে গমন করেন। বনে গমন করেন বটে, কিন্তু পরিবারগণের জন্য মন সতত ব্যাকুল হইত। এক দিন সুরথ সমাধিকে জিজ্ঞাসিলেন, সখে, যে পরিবারগণের কৃতঘ্নতায় আমরা বনবাসী হলাম, তাদের জন্য প্রাণ কাঁদে কেন? সমাধি ইহার যথার্থ উত্তর কত্তে না পারায়, মেধা নামক ঋষিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি কহিলেন, 'মহামায়ার মায়াপ্রভাবেই এরূপ হয়ে থাকে।' তাঁহারা কহিলেন, মহামায়া কে এবং তাঁহার মহিমাই বা কি? তখন সেই মহর্ষি সেই দেবীর মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন।

সার্ব্ব। সে মহাত্ম্যর মধ্যে কি কি বিষয় বর্ণিত হয়েচে?

বিদ্যা। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে মহাদৈত্য মধু কৈটভ বধ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয়ে মহিষাসুর বধ বৃত্তান্ত, তৃতীয়ে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ এবং দেবগণের স্তব বর্ণিত হয়েচে।

সার্ব্ব। সেই আদ্যা শক্তিই কি মহিষা-

সুরের বধকালে এই দশভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন ?

বিদ্যা। না, সে সময়ের রূপ অতি ভয়ানক। সমস্ত দেবগণের তেজঃ সম্ভূত এক মূর্ত্তি প্রকাশ হয়, তাহা ধরাতলে প্রকাশিত হয় নি।

সার্ব্ব। তবে মহিষমর্দ্দিনী রূপের উৎপত্তি হল কিসে ?

বিদ্যা। অতি পূর্ব্বকালে এই মহিষাসুর রূপান্তরে সেই মহামায়া ভগবতীর আরাধনা করে। দেবী প্রসন্না হলে অসুর কহিল, মাতঃ, আমি সতত আপনার সহিত পূজা গ্রহণ করিব এই বর দেন। ভগবতী প্রসন্না ছিলেন, সুতরাং তাহাই হইবে, কিন্তু যখন আমার বাম পদের অঙ্গুষ্ঠে স্পৃষ্ট থাক বি, তখনই পূজা পাবি, এই বর দিলেন। পরে সুরথ ও সমাধি এই মহিষমর্দ্দিনী রূপ প্রকাশ করেন।

সার্ব্ব। তবে ত এ পূজার বড় মহাত্ম্য ; ফলের ত সীমা নেই।

বিদ্যা। হাঁ, এমন পুণ্য কার্য্য আর নেই, ইহার তুল্য সৎকর্ম্ম আর নেই। এই মহাপূজার ফলে সুরথরাজ্য লাভ ও সমাধি অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করেন। এই শুভানুষ্ঠান করিয়া রামচন্দ্র দুর্জ্জয় রাবণকে নিপাত করে সীতার উদ্ধার করেন। ভগবান কৃষ্ণ গোলকে প্রথমে ইহাঁর পূজা করেন। মধু কৈটভ ভয় ভীত ব্রহ্মা দুর্গা দেবীর পূজা করে সিদ্ধকাম হয়ে ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে এই ভগবতী দুর্গার পূজার ফলে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই পূজার ফলে মনের যাতনা দূর হয়, অতুল ঐশ্বর্য্য হয়, অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হয়, সংবৎসর সুখপ্রাপ্তি ও পিশাচ সকল দমন হয়। কোন ভয় বা অমঙ্গল থাকে না। অধিক কি, চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। দুর্গা দেবীর পূজা কল্লে এক মুহূর্ত্তে যে ফল হয়, মহাত্মা ত্রিলোচন বহুকালেও সে ফলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কত্তে পারেন না। এই শুভ কর্ম্মে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

সাধ্য সত্ত্বে যে ব্যক্তি এ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহার সকল মনোরথ বিফল হয়ে যায়। এই মহাপূজার ফলে রাজা সুরথ কালে অষ্টম মনু হবেন। অতএব আপনি এমন মহাপুণ্য কর্ম্ম করে লোকত ধর্ম্মত যশস্বী হচ্চেন। আপনি অত্যন্ত পুণ্যবান ও উদারচেতা, ভগবতী দুর্গা আপনার প্রতি প্রসন্ন থাকুন। আর বসে থাকা ভাল হচ্চে না, ঐ দেখচি সন্ধ্যা হল, এর পর সন্ধি পূজার উদ্‌যোগ করুন।

সার্ব্ব। ওরে—বড় বাবু ও ছোট বাবুকে এখানে ডাক ত। পূজার দালানের ক্লক্‌টা মিলিয়ে দিতে বল ত। কামানে বারুদ দিয়ে ঠিক করে রাখ। এ অঞ্চলের সকল লোকই প্রায় এই শব্দ অনুসারে পূজা করে। ঘির প্রদীপটা কেউ দেখ হে। মুখুজ্যে কোথা।

মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

পুরো। মুখোপাধ্যায়, বলি সন্ধিপূজার দ্রব্যাদি সব এনেচ ত?

মুখো। দেখুন না, সকল প্রস্তুত না করে কি আমি বসে আছি। ঐ দেখুন, রাশীকৃত ফুল বিল্বপত্র, ঐ পট্টবস্ত্র, এই তৈজস, এই আসন অঙ্গুরী মধুপর্ক, এই গম ও যব চূর্ণ, ঐ স্নানের ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, চন্দনজল, অগুরুজল, দ্রোণপুষ্প জল, রত্ন ও স্বর্ণ জল, এই পঞ্চ কষায়, নারিকেল, নীহার, তৈল, হরিদ্রা, অপামার্গ। ঐ ডালাতে দীপমালা সাজান রয়েচে। মহানৈবেদ্য এই খানেই হবে।

পুরো। ভাল ভাল, এখন সময় কত?

চন্দন বিলাস ভাগ্যধর ও মুক্তারাম বাবুর প্রবেশ।

পুরো। আসুন, বড় বাবু, সময় কত? ঘড়ী ঠিক আছে ত?

ভাগ্য। হাঁ ঘড়ী সব ঠিক করে দিইচি। এখনও আধ ঘণ্টা দেরি আছে। ৯টা ২৭ মিনিটের পর সন্ধিপূজা আরম্ভ।

নারদ। বিদ্যাভূষণ, দেখেচ, কেমন ভগবতীর মাহাত্ম্য! সন্ধি পূজার সময়টী

অতি আশ্চর্য্য! দেখ, এখনও রাত্রি অধিক হয় নি, তবু যেন গভীর রজনীর ন্যায় চম চম কচ্চে। মনুষ্য সব নীরব, এত যে লোক জন রয়েচে, কেউ একটী কথাও কচ্চে না। কেবল ঘড়ীর টক টক, টক টক, শব্দ হচ্চে। আলো গুলা নিথরে জ্বলচে। প্রতিমা যেন তুলচেন। ঐ দেখুন, ক্রমে দক্ষিণ বায়ু বইতে লাগিল, আর বেসি বিলম্ব নেই বোধ হচ্চে।

বিদ্যা। বড় বাবু, আর বিলম্ব কত?

ভাগ্য। আর বিলম্ব নেই। পুরোহিত মহাশয়, পূজার আসনে বসুন। তন্ত্রধারক মহাশয়, পুথি খুলুন। আর এক মিনিট্ বিলম্ব আচে। আর—বি—ল—ম্ব—ও—ও,—এ—ই—ই হয়েচে। (নেপথ্যে তোপধ্বনি ও বাদ্য। যে প্রতিবাসীরা সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল, তাহারাও হয়েচে হয়েচে বলিয়া দৌড়িল।)

সার্ব্ব। বিদ্যাভূষণ, পুরোহিত মহাশয় উত্তম পূজা কচ্চেন। আঃ, ‘জয়ন্তী মঙ্গলা

কালী,' মন্ত্রটী কি মধুর বোধ হচ্চে। মন্ত্রটী শুনলে ভগবতীর প্রকৃতি মনে পড়ে। সত্যই এই সন্ধিক্ষণে প্রতিমায় ভগবতীর আবির্ভাব হয়! ধুনো দাও। ঘির প্রদীপটা দেখ হে।

বিদ্যা। হাঁ, স্মার্ত্তের মতে পূজা এই রূপই বটে। কিন্তু বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কালিকা পুরাণ, দেবীপুরাণ ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর মতে পূজা সকল ভিন্ন নিয়মে হয়ে থাকে। আপনার এ সাত্ত্বিক পূজা; এই পূজাই প্রশংসনীয়। রাজসী ও তামসী পূজা কেবল আমোদ প্রিয় লোকেরাই ভাল বাসে। ধুনো দাও হে। (ক্রমে সন্ধিপূজা হইয়া গেল।)

অগ্নিশর্ম্মা ও দামোদরের প্রবেশ।

(প্রণাম করিয়া উপবেশন।)

দামো। ওহে অগ্নি শর্ম্মা, প্রতিমা কি সাজান হয়েচে। এখানে যেমন চালচিত্র হয়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

আর চণ্ডীমণ্ডপের কেমন যে মাহাত্ম্য যেমন তেমন করে প্রতিমা গড়া হক, পূজা হলেই ঠিক পূর্ব্ব মত! এমন আশ্চর্য্যি দেখেচ?

অগ্নি। ভাই, এ সিদ্ধ স্থান। এখানকার কথা ছেড়ে দাও। কর্ত্তারা যখন নেমন্তন্ন রক্ষে কত্তে আসতেন, তাঁদের মুখে যা শুনেচি, আমরাও ঠিক তাই দেখচি।

চন্দ। (স্বগত) পেটুক ব্যলীকদের জ্বালায় সময়ে খেতে পাবার জো নেই। মনে কচ্ছিলাম, এত রাত্রে সন্ধি পূজা হয়ে গেল, আজ আর লুচিমারা বামুন গুলো আসবে না। তা ওদের কি নিদ্রা আচে, না এ তিন দিন হাঁড়ি চাপে। এদের জন্যই পূজাটা আসে আর কি। তাই বাপু এলি, চুপ করে বসে থাক, ডাকলে আস্তে আস্তে ময়দা ভেঙ্গে চলে যা; না প্রতিমা ভাল, চিত্র ভাল, এ ভাল, ও ভাল, এত পাকাম কেন। গাটা জ্বলে গেল যে। (প্রকাশে) বলি বামুন ঠাকুরদ্দের নিমন্ত্রণ রক্ষে করা, বুঝি পৈতৃক কাজ। তা একবার লুচিতে

আবির্ভাব হন, ঐ যে মুখুজ্যে মহাশয় সকল প্রস্তুত করে আপনাদের ধ্যান কচ্চেন।

অগ্নি। শুনলে হে, বেল্লীকটার কথা শুনেচ? ওরে দুরাচার, আরে পামর, তুই কি আমাদের তেমনি বামুন পেলি, তাই বিদ্রুপ করবি আর মজা দেখবি। ওরে ক্ষুদ্র, তোর মুখ দেখতে নেই। বাবুদের আর কি বলব, তাই তোকে এখানে আসতে দেন। ওরে, দ্বিজ সেবা না হলে পূজা কি। বামুনে লুচি খাবে, তাতে তোর রাগ। চল হে চল, এখানে থাকতে নেই। (পৈতে ছিড়ে শাপ দিতে উদ্যত। ক্রোধ, গমনোদ্যোগ।)

দামো। হাত ছাড় হে, হাত ছাড়। এখানেও থাকতে আছে; এখানে ছোট লোকের এত বাড়। এই আমরা চল্লাম। বিলাসে তুই খা—সব খা। (গমনে উদ্যত)

সার্ব্ব। হঁা হঁা হঁা—কিসের গোল, কি হয়েচে?

বিদ্যা। চন্দন বিলাস এই বামুনদের

সঙ্গে কি বকাবকি করেচে, তাই এঁরা চলে যাচ্চেন।

সার্ব্ব। আপনারা বসুন, বসুন।

ব্রাহ্ম। আরে মশাই থাকুন, আপনি বিলাসেকে নিয়ে থাকুন। আমরা নিমন্ত্রিত, তাই প্রতিমা দর্শনে আসি, ওটা কি না বলে লুচি খেতে এসেচে! এত বড় যুগ্যতা, চল হে, চল। (গমনে উদ্যত)

সার্ব্ব। (হাত ধরিয়া) বসুন, বসুন। চন্দন বিলাস কে? তা তার কথা শুনে রাগ কচ্চেন। আপনারা আমাকে মাপ করুন। বিলাসকে এখান হতে দূর করে দাও ত হে।

চন্দ। 'এক রত্তি বিষ নেই, কুলো পানা চক্র।'

বলিতে বলিতে প্রস্থান।

মুখো। (সবিনয়ে) ব্রাহ্মণ ঠাকুররা একবার গা তুলুন। একটু মিষ্টিমুখ কত্তে হবে। (ব্রাহ্মণদের জল খেতে গমন) ওরে —এখানে ব্রাহ্মণ সকল জল খাচ্চেন, ঐ

বাজে লোকের নজর পড়্‌চে—ও দিকের পরদাটা ফেলে দেত। (যবনিকা পতন।) এখন এক প্রকার সব চুকে গেল। কর্ত্তারাও চল্লেন ; রাতও আর নেই ; এই যে পাঁচটা বাজল। তবে আমিও যাই, কাল চের লেঠা আছে ; একটু গড়াই গে।

সকলের প্রস্থান।

পূজার বাটী।

সার্ব্বভৌম, বিদ্যাভূষণ ও পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। আনন্দের দিন দেখতে দেখতে যায়। দেখতে দেখতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা হয়ে গেল। দিবা রাত্রি যে কোথা দিয়ে গেচে মনে হয় না। কর্ত্তা মহাশয়ের যেমন ভক্তি, পূজাটীও তেমনি, লোক জনকে খাওয়ানও তেমনি, এখনও ভাঁড়ারে দ্রব্যাদির অপ্রতুল নেই। আজ সকাল সকলে কাদায় পড়ে কেমন গড়াগড়ি দিলেন, আহা, তাতে কত আমোদ হল! ভগবতি,

এই সংসার সুখের সংসার কর। কর্ত্তা মহাশয়, আমি হোমের ব্যাপারটা সারি, আপনি অঞ্জলি দেন।

সার্ব্ব। (অঞ্জলি দিয়া ভক্তিভাবে শাস্ত্র সম্মত স্তব করিতে লাগিলেন।)

দুর্গে শিবে শান্তিকরী ব্রহ্মাণী শিবানী।
সর্ব্ব লোক প্রণেত্রী মা মঙ্গলা গীর্ব্বাণী॥
তুমি শুদ্ধা শোভনা নিষ্কলা বিশ্বেশ্বরী।
পরমা কলা মা তোমা নমস্কার করি॥
সর্ব্ব লোকময়ী চণ্ডী বিশ্বমাতা দেবী।
মহেশ মাধব সিদ্ধ কাম তোমা সেবি॥
সর্ব্ব লোক ভয় হরা ও মা সুরেশ্বরী।
হে বিন্ধ্যবাসিনী তোমায় নমস্কার করি॥
উমা যোগমাতা দিব্য স্থান নিবাসিনী।
গণেশ জননী তুমি মহেশ গেহিনী॥
সংসার সাগরে তুমি নিস্তার শঙ্করী।
প্রসীদ প্রসীদ মাতঃ নমস্কার করি॥
মহামায়া চামুণ্ডা মা নৃমুণ্ডমালিনী।
দীনে কৃপা কর ওগো মহিষমর্দ্দিনী॥

সকল আপদে রক্ষ হে সর্ব্ব মঙ্গলা।
সর্ব্ব সুখী কর মোরে হে সিদ্ধ বগলা॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি অভাজন।
চন্দন সহিত পুষ্প কর মা গ্রহণ॥

বিদ্যা। (কর্ত্তাকে শুনাইয়া স্তব।)

করুণে খল নাশিনী গঙ্গেশ ঘরণী।
চরণ ছবির জ্যোতি ঝলসে সুমণি॥
টঙ্ক ত্যজ ঠাকুরাণি ডাকি চুণ্টিপ্রসূ।
তুমি স্থিতি লয় তুমি দেহ ধন অসু॥
পড়েছি ফাঁপরে বড় ভব ভয় হরা।
যম ভয়ে রক্ষ লক্ষ্মী রূপ বিশ্ববরা॥
ভবানী ষোড়শী সর্ব্ব সন্তাপ হারিণী।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা রক ক্ষুব্ধে ক্ষীণাঙ্গিনী॥

(জয় দুর্গে! বলিয়া সকলের প্রণাম।)

সার্ব্ব। ভোগের কি হচ্চে হে দেখ না।

পুরো। আজ্ঞে, হয়েচে।

সার্ব্ব। এখন ত দক্ষিণান্ত হয়ে গেল। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি যাই, ব্রাহ্মণ ভোজনের কি হচ্চে দেখি গে।

উভয়ের প্রস্থান।

জামাই বাবুর প্রবেশ।

বিদ্যা। জামাই বাবু, আজ চন্দন বিলাসের পরামর্শর দিন। বাবু, ভাগ্যি সে দিন বিলাসের বাড়ী শেফালিকা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম, তাইতে তাদের গোপনীয় পরামর্শটা শুনতে পেলাম। যা হউক, বড় ধূর্ত্ত, আজ সতর্কে থাকবেন।

জামা। মহাশয়, কিছু বলতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন চলুন, লোক জনকে খাওয়ান যাগ্‌গে।

সকলের প্রস্থান।

অন্তঃপুর।

হরিমতির প্রবেশ।

হরি। (স্বগত) দেখতে দেখতে বেলা গেল। রাত্রি বুঝি আটটা বেজে গেচে। তিনি আমাকে যে কথা বলে দিয়েচেন,

তার সময় উপস্থিত। তা যাই, সে চেষ্টা করি গে। ওঃ, আমি না হলে কি এ কাজ কেউ কত্তে পারে। এ ঘরটা কত কৌশলে চিনলাম, কত কৌশল করে বউদের কাচ থেকে সরে এসেচি; অন্য মেয়ে হলে কি এমন কত্তে পারে! ওঃ, আমি ধন্নি! (একটা পাশের কুঠারীতে গিয়া) ঘরটা অন্ধকার দেখ, কোলের মানুষ দেখা যায় না। কৈ এখনও যে স্বামীর কোন সাড়া শব্দ পাই নে। আমি ত গহনা টহনা বেন্ধে প্রস্তুত। এই যে জানালার কাচে কি খস খস কচ্চে না। (প্রকাশে, মৃদুভাষে) এয়েচ কি?

মুক্তারাম বাবু ও চন্দন বিলাসের প্রবেশ।

মুক্তা। (আস্তে আস্তে জানালার নিকট গিয়া) দাও। (গহনা গ্রহণ)

চন্দ। বলি দেখলেন বাবু, (হাত নাড়িয়া) বলি দেখলেন, এরাই আপনাদের বিশ্বাসী

লোক। ওঃ, আমার যে রাগে গা কাঁপচে। (কপট কম্পন।)

মুক্তা। আজ আর কি বলব, কাল দেখতে পাবে। এখন অত্যন্ত ঘেমেচি, বৈঠক খানায় চল্লাম; তুমি এস।

প্রস্থান।

চন্দ। (স্বগত) আঃ, রাম বল, এই বার বিদ্যাভূষণটার দফা রফা করিচি। এটা গেলেই আমার একাধিপত্য। আর আমাকে পায় কে। ভুলাতে এমন পটু আর কে আছে? কি কৌশলই কল্লাম। বাঃ—

কে চেনে আমাকে কেবা জানে মোর গুণ।
জন্মিচি সাক্ষাৎ কলি কাপট্যে নিপুণ॥
কৌশলে কে পারে মোরে আমি শঠ স্বামী।
নরমের বাঘ কিন্তু প্রবলে প্রণামী॥
যেমন গন্ধর্ব্ব আমি পুরুষ প্রধান।
তেমনি সে হরিমতি অপ্সরা সমান॥

কি চাতুরী প্রকাশিনু মোহিনু মুক্তারে।
হইল মানস পূর্ণ যাই নিজাগারে ॥
বলিহারি মোরে মোনে হলে হাসি পায়।
দিয়েছি উদোর বোঝা বুদোর মাতায় ॥
এখন যাই।

হাসতে হাসতে প্রস্থান।

হরি। এই ত আমার কাজ সারা হল। এখন যাই, যাত্রা শুনি গে। কৈ দুয়োরটা কোথায়। (দ্বারে হাত দিয়া) এ কি দুয়োরে শেকল দিলে কে? ওমা কি সর্ব্বনাশ! ও মা কি হবে! (ভয়ে হৃৎ কম্প, ক্রমে মুর্চ্ছিত।)

—

সপ্তম অঙ্ক।

বৈঠক খানা।

মুক্তারাম, ভাগ্যধর ও জামাই বাবুর প্রবেশ।

মুক্তা। (ভাগ্যধরকে) আর শুনেচেন?

ভাগ্য। পূজার সময় কত কথা শুনচি। তোমার আবার কি কথা, বল।

মুক্তা। আপনারা বিদ্যাভূষণকে বড় যে সাধু সাধু বলেন, তা সাধুর কি এই কাজ? এ রূপ সাধু সহবাস হলেই মুক্তির আর বেশি বিলম্ব থাকবে না।

ভাগ্য। কি হয়েছে, বল, তার পর ভদ্র লোকের নিন্দা কর।

মুক্তা। নিন্দে কচ্চি নে, এই তার কাজ দেখুন। (গহনা প্রদর্শন।)

ভাগ্য। এ কিসের গহনা, এতে বিদ্যা-ভূষণের চরিত্রের কি পরীক্ষা হবে?

মুক্তা। বিদ্যাভূষণের স্ত্রী এই গহনা সকল আমাদের ঘর থেকে বাহির করে দিচ্ছিল।

ভাগ্য। তুমি কি প্রকারে জানলে, এবং কি কৌশলে ধল্লে?

মুক্তা। চন্দন বিলাস তার গোপন পরামর্শ সব শুনেছিল। সে আমাকে সব বলে দেয়। আমি সেই মত কাল রাত্রে আমাদের পশ্চিমের ঘরের পিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্ষণেক পরে দেখি, কত গুলি স্বর্ণালঙ্কার পতিত হল। সে গহনা এই—এতে কি বোধ হয়? রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্চে।

ভাগ্য। তাই ত! (নীরব)

জামা। আর চুপ করে থাকা ভাল হচ্চে না।

(নেপথ্যে, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! যে প্রতিপালক, তারই ঘরে চুরি!)

চন্দন বিলাসের প্রবেশ।

চন্দ। কি কলিকাল! বিদ্যাভূষণ কি অধার্ম্মিক! যার মাথায় কাল চুল, তাকে চেনা ভার। বিদ্যাভূষণের এই কাজ! রাগে আমার গা কাঁপচে; ছোট বাবু, আমাকে ধরুন।

জামা। বলি ছোট বাবু?

চন্দ। আবার বাঁশি বাজল কেন?

মুক্তা। (জামাই বাবুকে) কেন হে?

জামা। আপনার কি অন্যায় বিচার, এমন গর্হিত কাজ কি বিদ্যাভূষণের দ্বারা হতে পারে?

মুক্তা। মায় বমাল চোর ধল্লাম, তবু আমার অন্যায়? তোমার কি রূপ ন্যায় আছে বল।

জামা। বলব আর কি! এই দুর্বৃত্ত চণ্ডাল চন্দন বিলাসই এ কাজের মূল।

চন্দ। (হাত নাড়িয়া) কেন চোর ধরে দিয়েচি বলে না কি?

জামা। চুপ কর পাপাত্মা।

চন্দ। আপনিই খুব পবিত্র আত্মা; মুখ সামলে কথা কবেন—আপনার মান আপনার কাচে।

জামা। ছোট বাবু, আপনিই এই দুরাত্মাকে প্রশ্রয় দিয়া সকল নষ্ট কচ্চেন; এ এই সমস্ত চক্রান্তের মূল; বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অপদস্থ করবার জন্য এই কৌশল জাল বিস্তার করেচে। হয় না হয়, দেখুন, ও গহনা গুল গিল্টির। ঐ এ গহনা এনে ওর স্ত্রীদ্বারা এ ঘটনা করে দিয়ে নির্দ্দোষী ভদ্র লোকটীর অপযশ কচ্চে। কি দুরাচার! আমি আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেব; সকলে আমার সঙ্গে আসুন।

চন্দ। (স্বগত) কি বিপদ ঘটেচে, তা জানি নে। এ কি বিপদে পড়লাম! পলাব

না কি। না, তাও ত ভাল হয় না, কি হয়েচে, দেখি গে। (প্রকাশে) বেস ত চল না। (বিমর্শে গমন।)

সকলের প্রস্থান।

অন্তঃপুর।

কুঞ্জলতা, মোহিনী প্রভৃতির প্রবেশ।

কুঞ্জ। ঝি,—ও ঝি, কাল অবধি হরিমতি কোথা? সে ত যাত্রা শুনতেও যায় নি। এ ত বড় আশ্চয্যি, তাকে দেখ লো।

ঝি। কাল মাথা ধরেচে বলে ছোট বাবুর ঘরে শুয়েছিলেন। তার পর তাঁকে আর দেখি নি।

কুঞ্জ। ও ঝি, বড় দাদা ও ছোট দাদা এঁরা সকলে বাড়ীর মধ্যে আসচেন কেন, জিজ্ঞেস কর ত।

(নেপথ্যে, ও—ঝি—মেয়েদের একবার সরে যেতে বল ত।)

কুঞ্জলতা প্রভৃতির প্রস্থান।

জামাই বাবু প্রভৃতির প্রবেশ।

জামা। ছোট বাবু, যখন চন্দন বিলা-

সের স্ত্রী গহনা বাহির করে দেবার জন্য এই ঘরে প্রবেশ করে, তখনি তাহাকে শেকল দিয়ে রেখেচি। এই দেখুন—(সকলের সাক্ষাতে দ্বার উদ্ঘাটন ও অবগুণ্ঠনবতী হরিমতির দর্শন।)

মুক্তা। কি সর্ব্বনাশ! কি চাতুরী! কি প্রবঞ্চনা!

(নেপথ্যে, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এমন অন্যায় আচরণ ত কখন দেখি নি!)

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।

বিদ্যা। এ কি ধূর্ত্ততা! ছোট বাবু, নীরব হলেন যে, দেখুন, দুরাত্মা আমাকে কেমন বিপাকে ফেলবার কৌশল করেছিল। ধন্য রে কুলাঙ্গার!

চন্দ্র। (হরিমতিকে দেখিয়া) ও বাবা—আমি কোথা যাব, এ যে রাক্ষসী! আমায় খেলে বুঝি—(বেগে পলায়ন।)

বিদ্যা। ধর—ধর—পাপাত্মাকে ধর হে।

ভাগ্য। (হরিমতিকে) ও লক্ষ্মী, এখানে কেন?

হরি। (হাত মুখ চেটে, ঘাড় হেঁট করে, মৃদুস্বরে) যাত্রা শুনতে যাচ্ছিনু, তাই এ ঘরে এসে পড়লাম, অলস হল, ত অমনি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, উঠে দেখি, এই গোল।

জামা। তা বেস করেচ; এখন মুখে হাতে জল দাও।

বিদ্যা। আহা, ওকে কিছু বলবার প্রয়োজন করে না। বাছা, তুমি বাড়ী যাও।

হরিমতির প্রস্থান।

বিদ্যা। নির্ব্বোধের কি বিড়ম্বনা। যে পরম সমাদরে পাল্কী চড়ে এয়েছিল, সে এখন দুঃখিনীর ন্যায় পলায়ন কচ্চে। পরের মন্দ কত্তে গেলে এমনই হয়।

কর্ত্তার প্রবেশ।

কর্ত্তা। কি হে, কিসের গোল?

বিদ্যা। মহাশয়, সেই কালেই বলে ছিলাম, চন্দন বিলাস অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক, ও কি বিশ্বাসের পাত্র? তখন আপনিও

রাগ করতেন। এখন দেখুন, (সমস্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন।)

কর্ত্তা। (সক্রোধে) বটে বটে! আর যেন ও পাপাত্মা এ বাড়ীতে না প্রবেশ করে। ওঃ, এখনকার ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি গুলাকে আমরা চিন্তেই পারি নে। কি আশ্চর্য্য! বিদ্যাভূষণ, তুমি জ্ঞানী বট! এখন চল, বিজয়ার ব্যাপারটা সমাপন করি গে।

সকলের প্রস্থান।

পূজার দালান।

সার্ব্বভৌম ও পুরোহিতের প্রবেশ।

সার্ব্ব। পুরোহিত মহাশয়, আহা, আজ মার মুখ খানি যেন ম্লান হয়ে গেচে! আশ্চর্য্য দেখেচেন, সেই সব আচে, তবু যেন মায়ের সে শোভা নেই! আজ বাড়ী যেন অন্ধকার বোধ হচ্চে, মহামায়ার কি মায়া!

পুরো। অধিক আনন্দের পর যাতনা হলে, বড় বেশি বোধ হয়। আবার আমরা এমনই আমোদ আহ্লাদ করব; আবার দুর্গা দেবী আগমন করবেন। আর শোভা নাই যা বলচেন, তা ত হবেই। প্রতিমার কাচে আর সে সব আসবাব নেই—ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি প্রভৃতি সমস্তই খোলা হয়েচে। সামিয়ানাটা খুলে আরও ফাক ফাক লাগচে। আর কি তা জানেন, 'আসচে আসচেই ভাল—এলো ত গেল।' বালকেরা যে বলে, তা ঠিক কথা। সে যাই হক—ভগবতী আবার এই ধামকে আনন্দ ধাম করবেন। এখন দই কড়মা ভোগ দিয়ে বিজয়ার ব্যাপারটা সারি। (যথাবিধি বিজয়ার ব্যাপার সমাধা করিয়া পুরোহিতের প্রস্থান।)

কর্ত্তা। যাই বেহারা গুলকে খাওয়াই গে।

প্রস্থান।

গিন্নি, কুঞ্জলতা, মোহিনী, বিলাসিনী ও
প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

গিন্নি। ও মা, কুঞ্জ! বউদের নিয়ে আয় না বাছা, আর যে বেলা নেই, কখন বরণ হবে?

কুঞ্জ। এই যে মা, আমরা সকলে এয়েচি! কি করব বল না।

(নেপথ্যে বাদ্য।)

গিন্নি। আগে কুলো, তার পর বরণ ডালা, শেষে শ্রী দিয়ে বরণ কর। বড় বউটী যেন কেমন। (বরণ আরম্ভ।)

কুঞ্জ। পান সুপুরি দিয়ে বরণ কর না লা—তোমরা উলু দাও না গা—কামিনী, শাঁখটা বাজানা লা—(হুলু হুলু ও শঙ্খধ্বনি।)

গিন্নি। (বড় বউকে) মিষ্টি ভেঙ্গে মায়ের ও লক্ষ্মী সরস্বতীর মুখে দায় গো—পান ছেঁচা মুখে দাও—প্রদীপের সেক দাও—তোরা কেমন মেয়ে বাছা, বচরে বচরে ক-

চ্চিস, তবু মনে থাকে না—আমরা কোন কালে শিখিচি, তবু এখনও মনে ডগ ডগ কচ্চে। (প্রতিমার দিকে চাহিয়া) মা, বচরে বচরে এমনি করে এস মা—আমার ছেলেদের যেন কোন অমঙ্গল হয় না মা—কুঞ্জর একটী ছেলে দিও মা। হাঁ গা, তোরা কি উলু দিতে জানিস নে? (হুলু হুলু ধ্বনি, অঞ্চলের দ্বারা ভগবতীর পদধূলি গ্রহণ।) কুঞ্জ, তুই জলের ধারা দে—বড় বউ লক্ষ্মী তুলে নাও,—নিয়ে চল। (জলের ধারা দিতে দিতে সকলের অন্তঃপুরে প্রবেশ।)

বেহারাদের প্রবেশ।

বেহা। ধর—ধর—ধরিস ধরিস, রামা, তুই পাশে গিয়ে ধর, হরে, সমুখে সমুখে সাবধান, ভাই, সাবধান, এই গেল গেল, চালের রাঙতা কখানা খুলে গেল, দেখিস, দেখিস, বাপ কি ভারি, ওঃ, ঘেমে গেচি দেখ।

প্রতিমা লইয়া প্রস্থান।

পুরোহিত প্রভৃতির প্রবেশ।

পুরো। কোথা হে মুখুজ্যে, বিসর্জ্জন করে সকলে এসেচেন?

মুখো। আসুন, সকলেই এসে আপনার অপেক্ষা কচ্চেন।

পুরো। শান্তি জলের উদ্‌যোগ হয়েচে?

মুখো। হাঁ, সব প্রস্তুত।

(পুরোহিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সকলকে শান্তি জল দিতে লাগিলেন।)

সার্ব্ব। মুখুজ্যে, সকলকে সিদ্ধি দাও হে। কেউ সিদ্ধি না খেয়ে যেও না।

(সকলের সিদ্ধি পান ও পক্কান্ন ভোজন।)

মুক্তা। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, ভ্রম বশত যে কিছু অন্যায় হয়েচে, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই। (শেক্ হেণ্ড করিতে উদ্যত।)

বিদ্যা। ছোট বাবু, আমাকে বেসি বলতে হবে না; আমি অসন্তুষ্ট নই। আজ শেক্ হেণ্ডের দিন নয়, আজ আলিঙ্গনের দিন।

(ক্রমে পরস্পর আলিঙ্গন—কেবলই আলিঙ্গল।)

সার্ব্ব। মুখুজ্যে, ক দিনের পরিশ্রমে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়ে আছে, আজ সকাল সকাল শয়ন করা যাগেগ চল। দেখ, সকলেই শ্রান্ত হয়েচেন, আর কেউ বসতে পাচ্চেন না। ঐ দেখ, সভ্য মাত্রেই ব্যস্ত হয়েচেন। তুমিও সকাল সকাল শয়ন কর গে। জয় জগজ্জননী দুর্গা!

সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।